নবম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিত্ব; ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ ও পরিমাপ

Personality : Its Traits and Measurement

ব্যক্তিত্বের কারণ এবং জাতিরূপ

(Factors and Types of Personality)

১। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা

পার্সন্যালিটি কথাটির উৎস ল্যাটিন 'পার্সনা' (Persona) অর্থাৎ অভিনয়ে ব্যবহৃত মুখোশ (mask)। এই অর্থে ব্যক্তিত্ব বলিতে আসল ব্যক্তিকে বোঝায় না, বোঝায় ব্যক্তির নকল বা মিথ্যা রূপ। পরবর্তীকালে 'পার্সনা'র অর্থ হইয়া দাঁড়ায় **নাটকের অভিনেতা** বা কুশীলবগণ (Dramatis Personae)। এই অর্থে ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির আসল রূপকে না বোঝাইয়া নাটকে অভিনীত রূপ বোঝায়।

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞার অন্ত নাই। **অ্যাল্‌পোর্ট** (Allport) ব্যক্তিত্বের প্রায় পঞ্চাশটি সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির একটি সর্বান্তর্ভাবী স্বভাব। ব্যক্তির এমন কোন প্রকাশ বা ধর্ম নাই যাহা তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়ে না। তাই ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা-নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার।

মনোবিদ্যার মতে ব্যক্তিত্ব একটি নিষ্ক্রিয় সত্তা মাত্র নয়। ব্যক্তিত্ব সর্বদা আচরণ বা ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি কি করে অথবা কিরূপে সক্রিয় হয় তাহাই ব্যক্তিত্বের জ্ঞাপক। **ব্যক্তিত্ব যে সকল ক্রিয়ায় বা গুণে প্রকাশিত হয় উহাদের সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব।**

ব্যক্তিত্বের শেষোক্ত অর্থ বোঝাইতে গিয়া উড্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন, "**ব্যক্তির আচরণের সমগ্র রূপটিই তাহার ব্যক্তিত্ব** (Total quality of an individual's behaviour)"। কিন্তু আচরণের বা গুণাবলীর সমষ্টি বলিতে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি গুণ বা ধর্মের যোগফল বোঝায় না, বোঝায় উহাদের ঐক্য বা সমগ্রতা। ব্যক্তিত্ব এমনই একটি বস্তু যাহা ব্যক্তির বহুমুখী প্রকাশগুলিকে একই ব্যক্তিত্বের প্রকাশরূপে গ্রথিত করে।

ওয়াট্‌সন প্রমুখ **চেষ্টিত মনোবিদ্‌গণ** (Behaviourists) উডওয়ার্থ প্রভৃতির মত ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করেন। শুধু এইটুকু স্বীকার করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে উহার সক্রিয়তা বা চেষ্টিতের সহিত অভিন্ন এবং সমার্থক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে উদ্দীপকের সংস্পর্শে অঙ্গীর (organism) প্রতিক্রিয়া-সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব। এই প্রতিক্রিয়ার কাজ হইল অঙ্গীর সহিত পরিবেশের উপযোজন (adaptation), আবার উপযোজনের মধ্যস্থ (me-

dium) হইল নার্ভতন্ত্র। ওয়াট্‌সন-এর মতে ব্যক্তিত্ব বলিতে কোন প্রকার মানস ঐক্য বোঝায় না, কিন্তু বোঝায় উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নার্ভীয় গঠন (nervous-pattern)।

ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াত্মক সংজ্ঞা শুধু উড্‌ওয়ার্থ, ওয়াট্‌সন প্রমুখ মনোবিদেই সীমাবদ্ধ নয়। **ম্যাক্‌ডুগ্যাল, মর্টন প্রিন্স** (Morton Prince), **অ্যাল্‌পোর্ট** প্রমুখ মনোবিদও ব্যক্তিত্বকে উহার ক্রিয়াত্মক রূপে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। যেমন ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌-এর মতে ব্যক্তিত্ব কতগুলি **সহজাত প্রবৃত্তির** ক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। তিনি মনে করেন যে, আত্মপ্রাধান্য (self-assertion or mastery impulse) এবং আত্ম-অবনমন মূলক (self-abasement or submissive impulse) পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যই ব্যক্তিত্ব। এই দুইটি প্রধান প্রবৃত্তির বিরোধে মানস বিকলতা ঘটে। মর্টন প্রিন্স-এর মতে সহজাত প্রবৃত্তির এবং প্রবণতার সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব। আবার অ্যাল্‌পোর্ট মনে করেন যে ব্যক্তির যে গুণগুলি তাহাকে অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ করে, তাহাদের সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব।

সমালোচনা

উপরের সংজ্ঞাগুলি ব্যক্তিত্বের ব্যাপক রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। **উডওয়ার্থ**-এর সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের ব্যাপক রূপ প্রকাশ করিলেও, কিরূপে ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণগুলি সংহত হয়, তাহার ব্যাখ্যা করে না। উদ্দেশ্যমুখিতা বা উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণই এই ঐক্যের কারণ; উডও ার্থ এই দিকে মনোযোগী হন নাই। আবার **ওয়াট্‌সন** প্রদর্শিত সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের চেতন বা মানস রূপ অস্বীকার করিয়া ইহার উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়াছে। **মর্টন প্রিন্স** সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সমষ্টিকে ব্যক্তিত্ব বলিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব শুধু সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সমষ্টি নয়, কিন্তু উহাদের সংহতি বা ঐক্য। ইহাতে বুদ্ধি, যুক্তি প্রভৃতি অবগতিমূলক বৃত্তিগুলির প্রভাবও অনস্বীকার্য।

অ্যালপোর্ট-এর সংজ্ঞাও দূষণীয়। ব্যক্তিত্ব শুধু অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য হইতে পারে না। ইহা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট নতি-স্বীকার করিবার সামর্থ্যও বটে।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল-এর সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত কম দূষণীয় বলিয়া মনে হয়। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং উহার উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞায় ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক, এই দুই দিকই ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু বুদ্ধি, বিচার প্রভৃতি অবগতিমূলক দিকগুলিকে তিনি যথোপযুক্ত স্থান দেন নাই।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে মনোবিদ্যার দিক হইতে শরীরী মনই (embodied mind) ব্যক্তিত্ব। মন শরীরের মধ্য দিয়া নানাভাবে ক্রিয়া করে—যেমন পরিবেশের সহিত নিজেকে মানাইয়া চলে এবং এইরূপ করিতে গিয়া, নানা শরীর এবং মানস বৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা পর্যন্ত অবগতিমূলক মানস-ক্রিয়া, বেদনা, অনুভূতি, রস প্রভৃতি অনুভূতিমূলক মানসক্রিয়া এবং ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া—সকল মান বৃত্তিগুলিই

ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত। তাহা ছাড়া নার্ভতন্ত্রের যেরূপ সংগঠন হইলে এবং গ্রন্থিগুলি যেরূপ রসক্ষরণ করিলে পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন করা বা মানাইয়া চলা সম্ভব, তাহাও ব্যক্তিত্বের নিয়ামক।

ব্যক্তিত্ব শুধু সত্তামাত্র নয়, আবার শুধু কতকগুলি ক্রিয়া বা গুণের সমষ্টিও নয়, কিন্তু সকল ক্রিয়া ও গুণের মধ্যে প্রকাশিত একটি সত্তা, যাহা উহাদের ঐক্য বা সংহতি সাধন করে। **ব্যক্তিত্ব বলিতে বোঝায় ব্যক্তির শারীর, গ্রন্থীয়, মানসিক সংগঠন, যাহার ফলে নানা প্রকাশ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব অনৈক্যের মধ্যে এক-এর মত কাজ করে।** ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির শরীর, মন, আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়া, এক কথায় সমগ্র ব্যক্তির সাধারণ ধর্ম।

২। ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ
(Factors of Personality)

ব্যক্তিত্বের সংগঠনে অনেকগুলি শক্তি প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির দেহ, প্রাণ ও মন নানাপ্রকার সামাজিক, বংশানুগতিক এবং শারীরিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্যক্তিত্বের আকার গ্রহণ করে। ব্যক্তিত্বের সংগঠনে এই জাতীয় যে সকল শক্তি প্রভাব বিস্তার করে তাহাদিগকে ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ (factors of personality) বলে।

(ক) দৈহিক কারণ

ব্যক্তিত্বের একটি দৈহিক কারণ ব্যক্তির **চেহারা** (physique)। চেহারার তারতম্যে ব্যক্তিত্বের তারতম্য ঘটিতে পারে। দীর্ঘকায় এবং সুন্দর ব্যক্তি তাহার ক্ষুদ্রকায় এবং কুৎসিত সঙ্গীর তুলনায় বেশি সুবিধা ভোগ করিতে পারে। কোন অঙ্গবৈকল্য থাকিলেও ব্যক্তিত্ব বদলাইয়া যায়। যেমন অন্ধ লোক অন্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। তোত্‌লা লোকের কথা বলিবার ভঙ্গী তাহার ত্রুটির দ্বারা প্রভাবিত হয়। গোল-গাল লোক প্রায়ই আমুদে, আরামপ্রিয় ও মিশুক এবং শীর্ণকায় লোক উহার বিপরীত হইয়া থাকে।

আবার **বিভিন্ন দৈহিক অবস্থার** উপর ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। ক্লান্ত বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সহজেই চটিয়া যায়। যাহাদের রক্ত সঞ্চালন অস্বাভাবিক তাহাদের অক্সিজেন কমিয়া যায়, ফলে তাহারা কোন কাজেই উৎসাহ বা প্রেরণা পায় না। অ্যাল্‌কোহল এবং অন্যান্য ঔষধের প্রয়োগে যে সকল দৈহিক পরিবর্তন ঘটে তাহার ফলে ব্যক্তিত্ব বদলাইয়া যায়। পথ্যাদির পরিবর্তন, উপবাস, ব্যাধি প্রভৃতি কারণেও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আবার মস্তিষ্ক-রোগের ফলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য।

(খ) রাসায়নিক কারণ

ব্যক্তির দেহ যে সকল রস লইয়া গঠিত উহাদের রাসায়নিক মিশ্রণের উপর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। হিপোক্র্যাটিস্ (Hippocrates), গ্যালেন (Galen) প্রভৃতি গ্রীক্ বিজ্ঞানী চারিটি প্রধান দেহরস (Humor)-এর অল্পাধিক প্রাধান্য অনুসারে ব্যক্তিত্বের রূপ নিরূপণ করিয়াছেন। যাহাদের দেহে রক্তের প্রাধান্য তাহারা **আশাপ্রবণ** (Sanguine); যাহার পীত পিত্ত (Yellow bile) প্রধান তাহারা **ক্রোধপ্রবণ** (Choleric); যাহারা কৃষ্ণ পিত্ত প্রধান (Back bile) তাহারা **বিষাদপ্রবণ** (Melancholic) এবং যাহারা শ্লেষ্মা-প্রধান (Phlegm) তাহারা **শ্লেষ্মাপ্রবণ** (Phlegmatic)।

এই রাসায়নিক মত বর্তমানে অচল। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সংগঠনে রাসায়নিক ক্রিয়া যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, এই প্রাচীন মতটি সেই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব

আবার গ্ল্যান্ড্ বা গ্রন্থির রসক্ষরণ ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। গ্ল্যান্ড্ বা গ্রন্থি দুই প্রকার—যথা ডাক্ট্ গ্ল্যান্ড বা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি এবং ডাক্ট্লেস গ্ল্যান্ড্ বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে তাহা শরীরের কোন দ্বার বা প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া শরীরের উপরে বা বাহিরে উপচাইয়া পড়ে—যেমন লালাগ্রন্থি, স্বেদগ্রন্থি, অশ্রুগ্রন্থি, মূত্রগ্রন্থি এবং যৌনগ্রন্থির একটি প্রধান অংশ প্রভৃতি। ব্যক্তিত্বের উপরও ইহারা ক্রিয়া করে। যদি অধিক বা অল্প পরিমাণে লালা নিঃসৃত হয়, অথবা নাসিকার শ্লেষ্মাগ্রন্থি হইতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা ঝরিতে থাকে, অথবা হজমী রসের গোলযোগ হয়, অথবা মূত্রগ্রন্থির অত্যধিক ক্ষরণে মূত্রাশয় পূর্ণ হইয়া থাকে, অথবা যৌনগ্রন্থি অধিক রসক্ষরণ করে, তাহা হইলে ব্যক্তির আচরণ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। এইরূপ অবস্থায় ব্যক্তির সামাজিক আচরণও বদলাইয়া যাইতে পারে। যেমন, হয়ত সে তাহার বন্ধুকে আঘাত বা অপমান করিয়া বসে। হয়ত বা কর্তৃপক্ষের সহিত রুক্ষ ব্যবহার করিয়া চাকুরী খোয়ায়।

অন্তক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব

কিন্তু বহিঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির তুলনায় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ ব্যক্তিত্বের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রন্থিগুলির ক্ষরিত রস দেহের বাহিরে নির্গত হইবার পথ পায় না। কাজেই ইহাদের ক্ষরিত রস রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে।

মানুষের আচরণ বা ব্যক্তিত্বের উপর সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণই প্রভাব বিস্তার করিলেও থাইরয়েড্, এড্রিনেল এবং পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণই অধিক প্রভাবশালী।[১]

ব্যক্তিত্বের উপর থাইরয়েড্ গ্রন্থির প্রভাব

থাইরয়েড্ গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে বলে থাইরক্সিন্(Thyroxin)। এই রস কম বা বেশি পরিমাণে ক্ষরিত হইলে ব্যক্তিত্বের নানারূপ বিকৃতি ঘটে। থাইরক্সিন কম ক্ষরিত হইলে ব্যক্তি বামন (Cretin) হয় এবং বেশি ক্ষরিত হইলে তাহার মাইক্সিডেমা (Myxoedema) নামক রোগ জন্মায়। প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির কম বা অধিক রসক্ষরণের ফলও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এড্রিনেল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে তাহার নাম এড্রিনিন্ বা এপিনেফ্রিন্ (Adrenin, Epinephrin)। ইহাও থাইরক্সিন্-এর মত একটি শক্তিশালী পদার্থ। ব্যক্তিত্বের উপর ইহার প্রভাব যথেষ্ট।

পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরিত রসের নাম পিটুইটিন্ (Pituitin)। ব্যক্তিত্বের উপর উহার প্রভাব অসীম—সেই কারণে ইহাকে প্রধান গ্রন্থি (Master gland) বলা হয়। প্যান্‌ক্রিয়াজ, যৌনগ্রন্থি, থাইমাস্ গ্রন্থি এবং পিনিয়াল্ গ্রন্থি উহাদের রসক্ষরণের দ্বারা ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত 'ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ'-ও দ্রষ্টব্য।

(গ) সামাজিক কারণ

ব্যক্তিত্ব একটি নিষ্ক্রিয় সত্তা নয়, কিন্তু কতগুলি ক্রিয়ার সংগঠন। ব্যক্তি পরিবেশেই জন্মলাভ করে, উহাতেই বর্ধিত হয় এবং তাহার ক্রিয়া উৎপন্ন হয় পারিবেশিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

সামাজিক পরিবেশের (Social environment) দুইটি প্রধান শক্তি—যথা সামাজিক বিধি (Social code) এবং সামাজিক স্থান (Social role)। ব্যক্তি সমাজের বিধি-নিষেধগুলি মানিয়া চলে এবং সমাজে একটি নিজস্ব স্থান বা অংশ গ্রহণ করে।

সামাজিক বিধি-নিষেধ ব্যক্তির আচার-ব্যবহার ও নীতিবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের আচার-ব্যবহার, ন্যায়নীতি প্রভৃতি আদর্শ বা নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শিশুকে সমালোচনা, উপহাস, শাস্তি এমন কি বহিষ্কারের সম্মুখীন হইতে হয়। কাজেই ঐগুলি মানিয়া চলাই যে বুদ্ধিমানের কাজ তাহা বুঝিতে পারে।

কিন্তু সমাজ বা গোষ্ঠীর বাঁধা ছাঁচে চলিতে হইলেও, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তিত্ব শুধু সমাজের সৃষ্টি নয়, ইহাতে ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাবও ক্রিয়াশীল। আবার সমাজও ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। সমাজদ্রোহী ব্যক্তি সমাজের দ্বারা তিরস্কৃত, শাসিত বা বহিষ্কৃত হয়।

সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি শৈশবেরই অর্জিত হয়। যেমন কোন খেলায় অংশগ্রহণ করিতে হইলে শিশুকে ঐ খেলার নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। আবার মিথ্যা কথা বলিলে শাস্তি পাইতে হয় অথবা লোকে অবিশ্বাস করে। এইরূপ যুক্তিতে শিশু বুঝিতে পারে যে মিথ্যা কথা বলা ভাল নয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সামাজিক জীবনে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে এবং ঐ স্থান অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। সামাজিক জীবনে কেহ নেতা বা সমাজসংস্কারক, কেহ বা তাহার অনুগামী, আবার কেহ বা নেতার নির্দেশে পরিচালিত সাধারণ লোক। পারিবারিক জীবনে কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বা সন্তান। শিক্ষালয়ে কেহ শিক্ষক, কেহ বা শিক্ষার্থী। আবার একই ব্যক্তির হয়ত বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্কে বিভিন্ন স্থান গ্রহণ এবং তদনুযায়ী কাজ করিতে হয়। যেমন পারিবারিক জীবনে একই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে পিতা বা মাতা, পুত্র বা কন্যা, ভ্রাতা বা ভগ্নীর স্থান গ্রহণ করে।

সুতরাং সামাজিক জীবন বলিতে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ বা আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ (inter-personal relationship) বোঝায়।

পরিবারে শিশুর স্থান ও কাজ তাহার ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। শিশুর পারিবারিক স্থান ও কাজ অনেকাংশে নির্ভর করে তাহার পিতামাতার উপর, যদিও তাহার নিজস্ব স্বভাব উপেক্ষণীয় নয়। পরিবারে শিশুর প্রধান কাজ হইল বড় হইয়া ওঠা। অনেক পিতামাতা শিশুকে বড় হইয়া উঠিবার সুযোগ দেন না। কোন পিতামাতা হয়ত অত্যধিক তত্ত্বাবধান, যত্ন ও সতর্কতার ফলে শিশুকে স্বাবলম্বী এবং দায়িত্বশীল হইতে বাধা দেন। 'আদুরে ছেলে' (Spoilt child), 'প্রিয় সন্তান' অথবা 'অবাঞ্ছিত সন্তান' পরিবারে যে স্থান লাভ করে, তাহা উহাদের ব্যক্তিত্বের উপর স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়।

পরিবারস্থ প্রত্যেকটি শিশুর স্থান বিভিন্ন, কারণ পিতামাতার সমান ব্যবহার সত্ত্বেও তাহার

সঙ্গী অন্য কোন শিশু। যেমন দুটি ভাই-এর বড়টির সাথী ছোট ভাই আবার ছোট ভাইটির সাথী বড় ভাই। অ্যালফ্রেড অ্যাডলার (Alfred Adler), শিশুর পারিবারিক স্থান অথবা **জন্মগত ক্রম** (Birth-order)-এর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। **'একমাত্র সন্তান'** (Only child) কোন বাধা না পাইয়া অথবা কাহারও অংশীদার না হইয়া পরমুখাপেক্ষী বা অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইতে পারে। **জ্যেষ্ঠ সন্তান** কিছুকাল একমাত্র সন্তানের স্থান গ্রহণ করিয়া পরে স্থানচ্যুত হয়—ফলে তাহার হিংসুক-প্রকৃতি, রক্ষণশীল, কর্তৃত্বের বা ক্ষমতায় বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব। **দ্বিতীয় সন্তান** প্রথমটিকে 'ধরিয়া ফেলিবার' অথবা তাহার সমকক্ষ হইবার জন্য ব্যগ্র হয় এবং তাহার পক্ষে প্রচলিত রীতির বিরোধী হওয়া স্বাভাবিক। **কনিষ্ঠ সন্তান** চিরদিনই কনিষ্ঠ। সে প্রত্যেকের আদর-কাঙ্গাল এবং পরমুখাপেক্ষী। পরিবারটি বড় না হইলে, প্রত্যেক শিশুর অদৃষ্টই যেন কোন-না-কোন দুর্দশাজনক স্থানের সহিত জড়িত।

সমালোচনায় বলিতে হয় যে অ্যাড্‌লার-এর মতবাদ যথার্থ নয়। পরিবারে কোন স্থান বা জন্মক্রমই শিশুর পক্ষে খারাপ নয়। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন ক্রমে ভূমিষ্ঠ শিশুর ব্যক্তিত্বে সাদৃশ্য দেখা যায়। জন্মক্রমের সহিত কতগুলি সুবিধা বা অসুবিধা জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু এইগুলি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চূড়ান্ত নিয়ামক নয়। শিশুর গৃহ-পরিবেশ এবং সহজাত স্বভাবও তাহার ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অ্যাড্‌লার জন্মক্রমেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র হেতু বলিয়া অভিমত পোষণ করেন নাই। তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যান্য হেতুগুলিকেও স্বীকার করিয়াছেন। মা সন্তানকে কিরূপে সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করেন, তাহার উপর অনেকটা নির্ভর করে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আদুরে ছেলে সকলেরই আকর্ষণ-কেন্দ্র হইতে চায়, আবার উপেক্ষিত শিশু দূরে দূরে সরিয়া বেড়ায়। এইরূপে অতি শৈশব হইতেই ব্যক্তির এমন একটি 'জীবন পদ্ধতি' (Style of life) গড়িয়া ওঠে, যাহা আজীবন অপরিবর্তিত থাকে।

মনঃসমীক্ষক **ফ্রয়েডও** ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। পিতামাতার ভালবাসা এবং শাসন ফলে, তাঁহাদের প্রতি শিশুর একটি **উভয়বল ভঙ্গী** (Ambivalent attitude) গড়িয়া ওঠে—অর্থাৎ সে পিতামাতাকে যেমন ভালবাসিতে তেমন ঘৃণা করিতে শিখে। একটু বড় হইলেই শিশু পিতামাতার সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে এবং পিতামাতার কর্তৃত্ব বা শাসনের ভূমিকা আত্মসাৎ করে। এইরূপে শিশুর মনে অধিশাস্তা (Superego) গড়িয়া ওঠে এবং সে অন্যায় করিলে পিতামাতা তাহাকে যেমন শাসন করেন, সে নিজে নিজেই তেমন নিজেকে শাসন করিতে শিখে। পিতামাতার প্রতি এই আনুগত্য (loyalty) আস্তে আস্তে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়, যাহার ফলে শিশু পিতৃস্থানীয় শিক্ষক বা নেতাকে মানিয়া লইতে পারে।

ফ্রয়েড্-এর মতে উপরোক্ত ক্রিয়াগুল সাধারণত নির্জ্ঞান মনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উহাদের সম্বন্ধে প্রায়ই শিশুর কোন চেতনা থাকে না! শিশু পিতামাতার সহিত তাহার সম্বন্ধকে কিরূপে আত্মসাৎ করিয়া লয়, তাহারই উপর নির্ভর করে তাহার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশ। যে শিশুর মধ্যে উভয়বল অথবা পরস্পরবিরোধী ভালবাসা ও ঘৃণার মধ্যে ঘৃণা প্রক্ষোভটি প্রকাশ পায়, সে হইয়া ওঠে সমাজবিরোধী। আবার যে শিশুর মধ্যে ভালবাসা প্রক্ষোভটি সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত থাকে, সে হয় স্বাভাবিক।

সমালোচনা করা যাইতে পারে যে অ্যাড্‌লার এবং ফ্রয়েড উভয়েই শিশুর সামাজিক জীবনকে পরিবারে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। গৃহ বা পরিবারের বাহিরে বৃহত্তর সমাজের প্রভাব কিরূপে শিশুর ব্যক্তিত্বকে গঠন করে, তাঁহারা সেইদিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। অবশ্য শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর বৃহত্তর সমাজের প্রভাব পিতামাতা এবং পরিবারস্থ আর পাঁচজনের মধ্য দিয়াই ঘটিয়া থাকে। পিতামাতার সহিত সম্বন্ধই যে শিশুর সামাজিক জীবনের প্রথম সূত্রপাত তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবযৌবন (Adolescence) শিশুর জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বয়ঃসন্ধিকাল। এই কালটিকে **স্যার স্ট্যান্‌লি হল** 'ঝড় ও চাপের সময়' (Storm and stress period) বলিয়াছেন। এই সময়ে ব্যক্তি কোন নায়ক (Hero) খুঁজিয়া বেড়ায়। উপযুক্ত নায়ক বা হিরো পাইলে, এই সময়ের অশান্তভাব প্রায়ই গঠনমূলক প্রকাশের পথে পরিচালিত হয়।

যৌবন আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। সে সমাজে কি স্থান গ্রহণ করিবে অথবা কি কাজ করিবে, তখন তাহা অনেকটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করে।

(ঘ) জৈব কারণ—বংশ প্রভাব (Biological factors–Heredity)

ব্যক্তি বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা পায় তাহার গুরুত্ব অত্যধিক। **বংশগতি বা হেরিডিটি** বলিতে বোঝায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সেই কারণগুলি যাহা শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছে, অথবা যাহা জন্মগত। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, জন্মের কিঞ্চিদধিক নয় মাস পূর্বে ভ্রূণাবস্থার প্রথম সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া জন্মকাল পর্যন্ত শিশুর মধ্যে যে সকল কারণ নিহিত থাকে, সেইগুলি তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের বংশগত কারণ। অপর পক্ষে, ভূমিষ্ঠ হইবার পরবর্তী মুহূর্ত হইতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে সকল কারণ ক্রিয়া করে সেইগুলিই তাহার পারিবেশিক (environmental) কারণ।

বংশগতি ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। কোন ব্যক্তি হয়ত আজন্ম চালাক বা বুদ্ধিমান, আবার কেহ হয়ত জন্ম হইতেই বোকা বা নির্বোধ। কেহ হয়ত স্বভাবত সঙ্গীতপ্রিয়, আবার কেহ হয়ত প্রথম হইতেই সঙ্গীতের প্রতি উদাসীন। কেহ হয়ত সহজেই বাক্‌পটু, আবার কেহ আড়ষ্ট। সূর্যের আলোর সঙ্গে সঙ্গে কেহ জাগিয়া ওঠে, আবার কেহ কেহ ঘুমাইয়া পড়ে।

মানুষের জীবন আরম্ভ হয় একটি জীবকোষ (unicellular organism) রূপে, অর্থাৎ পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলিত জিগ্‌ট (Zygote) রূপে। এই জিগটেই ব্যক্তির মানসিক, নৈতিক এবং দৈহিক সম্ভাবনার বীজ অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে। ব্যক্তির বংশগতি নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয়। ইহাকে কোন প্রকারেই বাড়ানো বা কমানো যায় না। সুতরাং বংশগতি বলিতে বোঝায় যাহা জিগটে, অথবা পিতৃবীজ দ্বারা উর্বরীকৃত মাতৃকোষে অব্যক্তভাবে থাকে তাহার সমষ্টি।

বংশগতি ও পরিবেশ (Heredily and Environment)

বংশগতি ও পরিবেশ পরস্পর-সম্বন্ধ। পরিবেশ বংশগত ধর্মগুলির বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে **বংশগতি নির্দিষ্ট** এবং **পরিবেশ অনির্দিষ্ট** স্থান গ্রহণ করে। উন্নত পরিবেশে উৎকৃষ্ট বংশগত সম্ভাবনাগুলি বিকাশ লাভ করে। বংশগতি সূত্রে পাওয়া নয়, এমন কোন শক্তি বা সামর্থ্য পরিবেশ উৎপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু, অনুকূল পরিবেশ সুপ্ত বংশগত

সম্ভাবনার বাস্তব প্রকাশে সহায়তা করে। আবার, পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব, কিন্তু জাতির উন্নতি সম্ভব নয়, কারণ **পারিবেশিক উন্নতি ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ।**

বংশগতি ব্যক্তির বিকাশের সকল সম্ভাবনার মূল কারণ। পরিবেশ শুধু এই সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপায়ণে সহায়তা করে। তানসেন যদি আফ্রিকার জঙ্গলে অথবা আরবের মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতেন, অনুকূল পরিবেশের অভাবে হয়ত তিনি উচ্চ সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারিতেন না। হয়ত বা তিনি তাঁহার দল বা গোষ্ঠীর বাদ্যযন্ত্রবিশারদ হইতেন। কিন্তু কোন মূকবধির ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পাইলেও, সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারে না। কোন ক্ষীণবুদ্ধি শিশুকে হাজার শিক্ষা দিয়াও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন করা যায় না, যদিও তাহার সামর্থ্য অনুসারে তাহাকে অর্থকরী বিদ্যা শিখানো যাইতে পারে। কাজেই শুধু পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবে কোন ব্যক্তি বা জাতিকে প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া তোলা যায় না।

সামাজিক বংশগতি (Social Heritage) বা উত্তরাধিকার

সমাজগত বংশগতিও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহায্য করে। শিশু যেমন পিতামাতার বংশগত সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তেমনই একটি সামাজিক উত্তরাধিকার লইয়াও জন্মগ্রহণ করে। পিতামাতা তাঁহাদের জ্ঞান ও শিক্ষা সন্তানের মধ্যে জন্মগতভাবে সংক্রামিত করিতে পারেন না। কিন্তু মনুষ্যজাতির জ্ঞান, রীতিনীতি, আচার-বিচার এবং ঐতিহ্য পুরুষ পরম্পরাক্রমে শিশুতে সঞ্চারিত হয়। অগণিত পুরুষ পরম্পরায় মনুষ্যজাতি পুস্তক, চিত্র, শিল্পকলা, আইনকানুন ও ঐতিহ্য তাহার জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্বপুরুষের এই সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার পরবর্তী পুরুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে পারিবেশিক উদ্দীপকের মত কাজ করে। ইহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অনুসারে এই সামাজিক উত্তরাধিকার শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত বংশগত উত্তরাধিকার জন্মগত। কিন্তু পূর্ব-পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত সামাজিক উত্তরাধিকার প্রত্যেকটি পরবর্তী পুরুষকে নূতন করিয়া অর্জন করিতে হয়।

৩। ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ
(Types of Personality)

(ক) হিপোক্র্যাটিস্ ও গ্যালেন্ প্রবর্তিত জাতিরূপ

ব্যক্তিত্ব অনেক প্রকারের বা নমুনার হইতে পারে। প্রাচীন গ্রীক্ বিজ্ঞানীরা মেজাজ (Temperament) অনুসারে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন নমুনা করিয়াছেন। যেমন, **হিপোক্র্যাটিস্** (Hippocrates), **গ্যালেন** (Galen) প্রমুখের মতে দেহ প্রধানত **চারিটি রস** (Humor) দিয়া তৈয়ারি—যথা, রক্ত, হলুদে বা পীত পিত্ত, কালো পিত্ত এবং শ্লেষ্মা।

এই রসগুলির সুষম মিশ্রণই স্বাস্থ্য এবং উহাদের বিষম মিশ্রণই রোগ। এই চারিটি রসের প্রাধান্য অনুসারে গ্যালেন ব্যক্তিত্বের চার প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। রক্তপ্রধান ব্যক্তিত্ব **আশাপ্রবণ** (Sanguine) এবং চঞ্চল ও তেজস্বী আবার শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তিত্ব **শ্লেষ্মাপ্রবণ** (Phlegamatic) এবং নিস্তেজ ও ধীমান। আবার কালো পিত্তপ্রধান ব্যক্তিত্ব **বিষাদপ্রবণ** (Melancholic) বলবান ও বিষন্ন প্রকৃতির। আবার পীত পিত্ত-প্রধান ব্যক্তিত্ব **ক্রোধপ্রবণ** (Choleric) এবং বদরাগী ও কর্মঠ।

(খ) য়্যুঙ্গ-প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ—অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত

সি. জি য়্যুঙ্গ (C. G. Jung) তাঁহার প্রবর্তিত শব্দ-অনুষঙ্গ পদ্ধতির (Word association) ভিত্তিতে প্রধানত দুই শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন—যথা অন্তর্বৃত (Introvert) এবং বহির্বৃত (Extrovert)।

অন্তর্বৃত্ত ব্যক্তি অন্তর্দর্শনমূলক এবং আত্মকেন্দ্রিক। সে ভাবুক এবং আত্মলীন। এই ব্যক্তি নিজ চিন্তা বা কল্পনারাজ্যে অথবা আপনার মধ্যে আপনি আশ্রয় লইয়া থাকে। সে কর্মকোলাহলময় বহির্বিশ্বে অথবা জীবনসংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতে চায় না। বাস্তবের বা পরিবেশের উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে মনে মনে কতগুলি কল্পনাকে রক্ষাকবচ রূপে সৃষ্টি করিয়া লয়।

কিন্তু **বহির্বৃত** ব্যক্তি আপনাকে লইয়া আপনি বিব্রত থাকিতে চায় না বা পারে না। আপনার মধ্যে আপনি মগ্ন না থাকিয়া, বহির্বিশ্বের কর্মকোলাহলে অংশগ্রহণ করা বা ব্যস্ত থাকাই তার পক্ষে সহজ। এই ব্যক্তি আরও পাঁচজনের ভালোমন্দ অথবা সুখদুঃখের সহিত নিজেকে মিশাইয়া দেয় এবং আত্মস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছু রাখে না। ব্যক্তিত্বের এই উভয়-প্রান্তিক শ্রেণীভেদ '**কাজের লোক**' এবং '**কল্পনাবিলাসী লোক**'—এই প্রচলিত শ্রেণীভেদের অনুরূপ।

অন্তর্বৃত্ত ব্যক্তিত্ব আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু বহির্বৃত ব্যক্তিত্ব বহিঃকেন্দ্রিক বা সামাজিক। প্রথমটিতে জাগতিক বিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতার অভাব। যেরূপ জীবনযাপন করিলে যশ, মান, খ্যাতি, ধন অথবা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করা যায়, সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্বৃত ব্যক্তির থাকে না, কিন্তু বহির্বৃত ব্যক্তির থাকে। য়্যুঙ্গ-এর মতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কামশক্তি (Libido) ব্যক্তিগত শক্তি বা শ্রেষ্ঠতা লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির কামশক্তি নিয়োজিত হয় যৌন সামর্থ্যের প্রকাশে এবং আত্মশক্তি বা শ্রেষ্ঠতা লাভ ইহার নিকট গৌণ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু য়্যুঙ্গ্ দেখিয়াছেন যে জনসংখ্যার বেশির ভাগ লোকই এই দুইটি চরম প্রান্তের কোনটিতেই পড়ে না। তাহারা পড়ে উহাদের মধ্যবর্তী শ্রেণীতে, য়্যুঙ্গ্ যাহার নাম দিয়াছেন **উভয়বৃত** (Ambivert)। এই শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ জনসাধারণ শুধু আত্মকেন্দ্রিক বা সমাজকেন্দ্রিক নয়, কিন্তু এই দুইটির সংমিশ্রণ।

য়্যুঙ্গ-এর পরবর্তী মত

ব্যক্তিত্বের অন্তর্বৃত এবং বহির্বৃত শ্রেণীভেদ প্রতিন্যাসমূলক (Attitudinal types) বিভাগ। জীবনের প্রতিন্যাস বা ভঙ্গী উহাদের মূল ভিত্তি। অন্তর্বৃত্ত (Introvert) জীবনবিমুখ এবং বহির্বৃত (Extrovert) জীবনমুখী। মানসক্রিয়ার (mental functions) দিক দিয়া বলিতে গেলে, প্রথমটি প্রধানত চিন্তনমূলক এবং দ্বিতীয়টি প্রধানত বেদনা বা প্রক্ষোভমূলক। দার্শনিক প্রবর ডেভিড্ হিউম (David Hume) প্রথম শ্রেণীর এবং উইলিয়াম্ জেমস্ (William James) দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তাঁহার গবেষণার পরবর্তী ধাপে য়্যুঙ্গ্ প্রতিন্যাস বা জীবনভঙ্গির পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের **চারিটি মানসক্রিয়ার গঠনের** বা গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই মত অনুসারে পরিবেশের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইবার জন্য ব্যক্তিত্বের চারিটি মানসক্রিয়া প্রয়োজন—যথা, চিন্তন (Thinking), বেদনা (Feeling), অন্তর্জ্ঞান (Intution) এবং সংবেদন (Sensation)। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এই চারটি মানসক্রিয়ার মধ্যে একটির প্রাধান্য থাকে। তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এই

চারিটি মানসক্রিয়া অল্পাধিক বর্তমান। প্রথম দুইটি, অর্থাৎ চিন্তন এবং বেদনা পরস্পরবিরোধী। আবার শেষোক্ত দুইটি, অর্থাৎ অন্তর্জ্ঞান এবং সংবেদনও পরস্পরবিরোধী।

এই চারিপ্রকার মানস গঠনের পারস্পরিক প্রাধান্য অনুসারে ব্যক্তিত্বও চার শ্রেণীর, যথা চিন্তন বা মননশীল (Thinking) বেদনা বা প্রক্ষোভপ্রবণ (Feeling), অনুভূতি বা অন্তর্জ্ঞানশীল (Intutive) এবং সংবেদনশীল (Sensational)। চিন্তন এবং বেদনা উচ্চতর মানসক্রিয়া। বিচারমূলক আচরণ ('rational conduct) নির্ভর করে এই দুইটিরই উপর। এইরূপ আচরণে বস্তুর মূল্যায়ন করিতে হয় এবং মূল্যায়ন বিচারমূলক অথবা বেদনামূলক এই উভয়ই হইতে পারে। এই কারণে ব্যক্তিত্বের বিচারমূলক শ্রেণী উপরোক্ত দুইটি।

অন্তর্জ্ঞান এবং সংবেদন নিম্নতর মানসক্রিয়া, কারণ উহাদের মধ্যে চেতনা অপেক্ষাকৃতভাবে অস্পষ্ট। অন্তর্জ্ঞান একপ্রকার আন্দাজমূলক (guess work) চিন্তন। ইহা চিন্তনের তুলনায় পরিবেশের সহিত কম প্রতিযোজিত (Less adapted)। আবার সংবেদন একপ্রকার আদিম বেদনা (primitive feeling) এবং ইহাতে বিচারমূলক বা চিন্তনমূলক ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট উচ্চতর ও জটিল প্রক্ষোভগুলির অভাব থাকে। কাজে কাজেই অন্তর্জ্ঞান এবং বেদনা নির্বিচার বা অভিজ্ঞতামূলক মানসক্রিয়া।

সুতরাং যাহারা প্রধানত চিন্তন বা বেদনার সাহায্যে পরিবেশের সহিত নিজকে উপযোজিত করে, তাহারা বিচারশীল শ্রেণীর (Rational or Judging Types)। ইহারা পরিস্থিতির মূল্য বা গুরুত্ব বিচার করিয়া চলে। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব দুইটি পরিস্থিতির ভালোমন্দ বিচার করে না, কিন্তু আবেগের বশবর্তী হইয়া চলে। এই দুইটি ব্যক্তিত্বকে নির্বিচার বা অভিজ্ঞতা-নির্ভর (Irrational or Empirical Types) বলা হয়।

অন্তর্বৃত এবং বহির্বৃত এই দুইটিই আবার চিন্তন, বেদনা, অন্তর্জ্ঞান এবং সংবেদন এই চারিটির প্রাধান্য অনুসারে চার রকমের হইতে পারে। যেমন বিচারশীল, সংবেদনশীল, অন্তর্জ্ঞানবান, এবং সংবেদনশীল, এই চারিটির প্রত্যেকটি অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত ভেদে দুই প্রকার হইতে পারে। সুতরাং চারটি অন্তর্বৃত এবং চারটি বহির্বৃত শ্রেণী লইয়া ব্যক্তিত্ব আট রকমের হইয়া দাঁড়ায়। আবার ইহাদের প্রত্যেকটি দুই রকমের হইতে পারে। যেমন বিচারশীল অন্তর্বৃত এবং বহির্বৃত ব্যক্তির বেদনা অবদমিত হইয়া শুধু চিন্তন প্রকাশিত হইতে পারে, আবার উহার চিন্তন অবদমিত হইয়া শুধু বেদনা প্রকাশিত হইতে পারে। আবার নির্বিচার অন্তর্বৃত এবং বহির্বৃত ব্যক্তির অন্তর্জ্ঞান প্রকাশিত এবং সংবেদন অবদমিত অথবা সংবেদন প্রকাশিত এবং অন্তর্জ্ঞান অবদমিত হইতে পারে।

এইরূপে য়ুঙ্-এর মতানুযায়ী ব্যক্তিত্বের ষোলটি নমুনাভেদ হইতে পারে।

(বারম্যান-প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের গ্রন্থীয় জাতিরূপ (Glandular Types)

হিউমের ভেদ অনুসারে চারটি প্রাচীন ব্যক্তিত্ব-ভেদকে বারম্যান (Berman) একটি নূতন রূপ দিয়াছেন। তিনি তাঁহার মতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন নাই। তথাপি বলা যায় যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির প্রাধান্য অনুসারে তিনি ব্যক্তিত্বের কতগুলি গ্রন্থীয় জাতিরূপের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এড্রিনেল ব্যক্তিত্বের এড্রিনিন বা এপিনেফ্রিন অধিক ক্ষরিত হয়—ফলে তাহার ত্বক পুরু, চুল রুক্ষ ও শুষ্ক এবং দাঁত বড় হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে।

আবার এড্রিনেল-এর রসক্ষরণের সহিত পিটুইটিন-এর বেশি ক্ষরণ হইলে এড্রিনেল ব্যক্তিত্বশালী লোক অসীম শক্তি, উৎসাহ এবং দৃঢ়তাসম্পন্ন হইয়া থাকে। এড্রিনেল ব্যক্তিত্ব আত্মনির্ভর এবং স্থিরসঙ্কল্প হয়। এড্রিনেল ব্যক্তিত্বশালিনী নারী সাধারণ নারী অপেক্ষা অধিক পুরুষভাবাপন্ন হয়। আবার এড্রিনেল **কম ক্ষরিত হইলে,** স্নায়বিক দৌর্বল্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়, শরীরের তাপ এবং রক্তের চাপ কমিয়া যায়, উত্তেজনা এবং রোগাতঙ্ক লক্ষণের সহিত অবসাদ দেখা দেয়।

পিটুইটারি ব্যক্তিত্ব সম্মুখের (anterior) এবং পশ্চাতের (posterior) পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণের প্রাধান্য অনুসারে ভিন্ন হয়। **সম্মুখের পিটুইটারি প্রাধান্য লাভ করিলে,** পৌরুষ, শারীরিক বিকাশ এবং মস্তিষ্কশক্তি বাড়ে। এই গ্রন্থি বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, বিচারশীলতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ায়। কিন্তু **পশ্চাতের পিটুইটারি গ্রন্থির প্রাধান্য ঘটিলে,** মেয়েলি ভাব এবং ভাবোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পায়। এই দ্বিতীয় অংশটি মাতৃত্বসুলভ, সামাজিক, সৃজনমূলক এবং যৌন প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। **সমগ্র পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণ কম হইলে,** জননেন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্রতা, চেহারার খর্বতা, অবসন্নতা, নির্বুদ্ধিতা, উৎসাহাভাব এবং সর্বাঙ্গীণ অবনতি ঘটে।

যেমন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল্-এর ব্যক্তিত্ব ছিল পিটুইটারি। তাঁহার সম্মুখের পিটুইটারি অত্যধিক ক্রিয়াশীল ছিল বলিয়াই তিনি অসাধারণ সহনশীল, সংগঠনক্ষম, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং স্থিরসঙ্কল্প ছিলেন। বারম্যান্-এর মতে নেপোলিয়ন্, নীৎসে, ডারুইন্, জুলিয়াস্ সীজার প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ পিটুইটারি ব্যক্তিত্বশালী ছিলেন।

থাইরয়েড ব্যক্তিত্বে থাইরয়েড্ গ্রন্থির রসক্ষরণের প্রাধান্য থাকে। এই ব্যক্তিত্বশালী লোক প্রাণশক্তি প্রাচুর্যে পূর্ণ, কামপ্রবণ, শীর্ণ, কর্মঠ, ঘনচুল-বিশিষ্ট হয়। সে চট্ করিয়া পরিস্থিতি বুঝিতে পারে। তাহার ইচ্ছাশক্তি এবং আবেগ প্রবল হয়। কিন্তু যদি থাইরক্সিন্-এর প্রাচুর্যের সহিত থাইমাস ক্ষরণ বেশি হয়, তবে আবেগের সাম্য থাকে না।

থাইরক্সিন্ কম ক্ষরিত হইলে, গৌণ যৌন লক্ষণগুলির উপযুক্ত বিকাশ হয় না। এইরূপ অবস্থায় পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের বেশভূষা, হাবভাব প্রভৃতি অনুকরণ করে,তাহার আকৃতি ক্ষুদ্র হয়, মধ্য বয়সে স্থূলতা আসে, গায়ের রং ফ্যাকাশে, চুল শুষ্ক, দাঁত খারাপ এবং রক্ত চলাচল অনিয়মিত হয়। এই ব্যক্তির মনে মন্দতা, নির্বুদ্ধিতা, উদাসীনতা, জড়তা এবং অসামঞ্জস্য আসে।

উপরোক্ত প্রধান গ্ল্যান্ডীয় ব্যক্তিত্বগুলি ছাড়া থাইমাস্ ও যৌনগ্রন্থি প্রভৃতির অত্যধিক বা অত্যল্প ক্রিয়া অনুসারেও বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়া থাকে।

(ঘ) ক্রেশ্‌মার (Kretschmer)-প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ

ক্রেশ্‌মার শরীরের গঠন অনুসারে ব্যক্তিত্বের কয়েকটি জাতিরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে দেহের ও মনের গঠন ভেদে ব্যক্তিত্বভেদ ঘটে।

ক্রেশ্‌মার্-এর **দৈহিক ব্যক্তিত্ব** চার শ্রেণীর ঃ অ্যাথ্‌লেটিক, অ্যাস্‌থেনিক্, পিক্‌নিক্ এবং ডিসপ্ল্যাস্‌টিক্।

অ্যাথ্‌লেটিক (Athletic) ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহের গঠন মজবুত, পেশী দৃঢ়, বুক চওড়া, ঘাড় প্রশস্ত এবং হাত পা বড়। **অ্যাস্‌থেনিক্** (Asthenic) ব্যক্তি সাধারণত রোগা, লম্বা এবং তাহার বুক চাপা। **পিক্‌নিক্** (Pyknic) ব্যক্তির মাথা, বুক, তলপেট প্রভৃতি গহ্বরগুলি বড়।

তাহার মেদবাহুল্য থাকে। এই ব্যক্তি দেখিতে গোলগাল। তাহার মুখমণ্ডল কোমল ও প্রশস্ত এবং হাত পা ছোট, কিন্তু চওড়া। **ডিস্‌প্ল্যাসটিক্** (Dysplastic) ব্যক্তির গৌণ যৌন লক্ষণগুলি অবিকশিত। এই ব্যক্তির দেহ অপরিণত এবং সামঞ্জস্যহীন।

ক্রেশ্‌মার **অস্বভাবী মানস** ব্যক্তিত্বের দুইটি প্রকারভেদ দেখাইয়াছেন। প্রথমটি হইল **সাইক্লোথিমিক্** (cyclothymic, Manic-depressive) অথবা **খেদোন্মত্ত বাতুল** ব্যক্তিত্ব। এই প্রকার অস্বভাবী ব্যক্তিত্ব আবেগ এবং প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। ইহাতে চরম আবেগগুলির পুনঃ পুনঃ এবং দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। হঠাৎ উত্তেজনা, আবার পরক্ষণেই অবসাদ অথবা হঠাৎ আনন্দ, আবার পরক্ষণেই নিরানন্দ প্রভৃতি চরম আবেগ এই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাইক্লোথিমিক ব্যক্তিত্বের ঘন ঘন ভাব-বিপর্যয় সত্ত্বেও বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক স্বাভাবিকই থাকে।

দ্বিতীয় অস্বভাবী ব্যক্তিত্বটি হইল **সিজোফ্রেনিক** (Schizophrenic) বা **চিত্তভ্রংশী বাতুলতা শ্রেণীর**। ইহাতে মানসিক ঐক্যসূত্র ছিন্ন হয়, ফলে একই ব্যক্তিত্ব যেন একাধিক হইয়া পড়ে। ইহাতে ব্যক্তি তাহার নিজ সত্তায় আবদ্ধ থাকে এবং বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক হারাইয়া ফেলে।

উল্লিখিত দুইটি অস্বভাবী মানস ব্যক্তিত্ব ছাড়াও ক্রেশ্‌মার আরও দুই প্রকার **স্বভাবী মানস ব্যক্তিত্বের** উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল **সাইক্লয়েড্** (Cycloid) এবং দ্বিতীয়টি **সিজয়েড্** (Schizoid) শ্রেণীর। ইহারা যথাক্রমে সাইক্লোথিমিক্ এবং সিজোফ্রেনিক্ এই দুইটি অস্বভাবী ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক অবস্থা। য়্যুঙ্-প্রদর্শিত ইন্‌ট্রোভার্ট এবং এক্সট্রোভার্ট ব্যক্তিত্বই যথাক্রমে ক্রেশ্‌মার-প্রদর্শিত সিজয়েড্ এবং সাইক্লয়েড্ ব্যক্তিত্ব।

সিজয়েড ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক, কল্পনাপ্রবণ, অসামাজিক, রুক্ষস্বভাব, সহানুভূতিহীন, মাথাপাগলা এবং প্রায়ই বুদ্ধিমান হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সাইক্লয়েড্ ব্যক্তি সামাজিক, সৎপ্রকৃতি, কর্মঠ, ভাবপ্রবণ, উত্তেজনাপ্রবণ এবং চঞ্চল হয়। স্বাভাবিক লোকের মধ্যে এই দুটি শ্রেণী পরিলক্ষিত হয়।

সাইক্লয়েড্ ব্যক্তিত্ব অস্বাভাবিক হইলে, উহা সাইক্লোথিমিক্ ব্যক্তিত্বের আকার গ্রহণ করে। আবার সিজয়েড্ ব্যক্তিত্ব অস্বাভাবিক হইলে, উহা সিজোফ্রেনিক্ ব্যক্তিত্বের রূপ নেয়।

(ঙ) **শেলডম্** (Sheldom)-**প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ**

ডব্‌লু. এইচ্. শেলডম্ এবং এস্. এস্. স্টিভেন্‌স্ (Stevens) দেখাইয়াছেন যে বিভিন্ন শ্রেণীর দৈহিক গঠন অনুসারে মেজাজ বা মানসিক গঠনেরও শ্রেণীভেদ ঘটে।

(১) দৈহিক কোমলতা এবং সুঠামতার প্রাধান্যকে তাঁহারা বলিয়াছেন এণ্ডোমর্ফি (Endomorphy)। এণ্ডোমর্ফিক ব্যক্তির তলপেট মেদবহুল বা থলথলে এবং হাড় ও পেশী অপরিণত। মেজাজ ও মানসিক গঠন অনুসারে এণ্ডোমর্ফিক ব্যক্তি আবার ভিসেরোটনিক (Viscerotonic)। ভিসেরোটনিক ব্যক্তি বিশ্রাম এবং আরামপ্রিয়। সে ভালবাসা, সমর্থন, খাওয়া-দাওয়া, বিপদে সাহায্য প্রভৃতি পাইতে চায়। এই ব্যক্তি অত্যন্ত মিশুক, সহিষ্ণু এবং প্রেমিক প্রকৃতির হইয়া থাকে। মনের আবেগ প্রকাশ করিতে ইহার দ্বিধা নাই।

(২) যে দেহ হাড় এবং পেশী-বহুল, শেল্‌ডন্ তাহার নামকরণ করিয়াছেন **মেসোমর্ফিক** (Mesomorphic)। মেসোমর্ফিক দেহ মোটাও নয় আবার পাতলাও নয়, কিন্তু দোহারা। ইহারা

পেশী ও হাড়-বহুল। মেজাজ ও মানসিক গঠনের দিক দিয়া মেসোমর্ফিক ব্যক্তি সোমাটোটনিক (Somatotonic)। এই ব্যক্তি কর্মঠ, বেপরোয়া, প্রতিযোগিতা ও আরাম-প্রিয়। সে শক্তি জাহির করিতে ভালবাসে।

(৩) চর্ম ও স্নায়ুর প্রাধান্য অনুসারে ইঁহারা দেহের ভেদকে বলিয়াছেন **একটোমর্ফি** (Ectomorphy)। এক্টোমর্ফিক্ দেহ দুর্বল ও ক্ষীণ। মেজাজ বা মানসিক গঠনের দিক দিয়া এক্টোমর্ফিক ব্যক্তিগণ সেরিব্রোটনিক্ (Cerebrotonic)। সেরিব্রোটনিক ব্যক্তিগণের ভঙ্গী এবং চলাফেরা সংহত ও আড়ষ্ট। ইহারা আবেগ চাপিয়া রাখে, লোকের সহিত মিশিতে ভয় পায়, কখন কি করিয়া বসিবে জানে না এবং দুঃখে পড়িলে নির্জনতা খোঁজে।

ক্রেশ্মার-এর পিক্নিক্, অ্যাথ্লেটিক্ এবং অ্যাস্থেনিক্ দেহভেদের সহিত শেল্ডন-এর এন্ডোমর্ফিক্, মেসোমর্ফিক এবং এক্টোমর্ফিক্ ভেদের ক্রমিক সঙ্গতি আছে।

(চ) ব্যক্তিত্বের দার্শনিক জাতিরূপ

জীবনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে **ই স্প্র্যাঙ্গার** (Spranger) ব্যক্তিত্বের নিম্নোক্ত শ্রেণীভেদ করিয়াছেন :

(১) **তাত্ত্বিক** (Theoretical) ব্যক্তিত্ব মননশীল গবেষণায় এবং সত্যানুসন্ধানে উৎসুক। এই ব্যক্তিত্ব দর্শন ও বিজ্ঞানে নিয়োজিত হয়।

(২) **আর্থনীতিক** (Economic) ব্যক্তিত্ব বস্তুতান্ত্রিক হইয়া থাকে।

(৩) **সৌন্দর্যপ্রিয়** (Aesthetic) ব্যক্তিত্ব জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করিয়া গড়িতে চায়।

(৪) **সামাজিক** (Social) ব্যক্তিত্ব মানব-প্রেমিক হয়।

(৫) **রাষ্ট্রনীতিক** (Political) ব্যক্তিত্ব ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া থাকে।

(৬) **ধার্মিক** (Religious) ব্যক্তিত্ব পরম শক্তির সাহায্যে জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে চায়।

(ছ) ই. আর. যেনেশ-এর জাতিরূপ

উপরোক্ত জাতিরূপগুলি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের আরও অনেক প্রকার জাতিরূপ আছে। আইডেটিক্ প্রতিরূপের তারতম্য অনুসারে ই. আর. যেনেশ্ (Janesch) ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করিয়াছেন **টি-টাইপ** বা **টিটানয়েত** (Titanoid) এবং বি-টাইপ বা বেজ্ডউয়েড্ (Bezdowoid) এই দুই শ্রেণীতে। প্রথম জাতিরূপটিতে অনুসংবেদনের (After-sensation) সহিত আসল দর্শন-প্রতিরূপের সাদৃশ্য থাকে। দ্বিতীয়টিতে অনুসংবেদন স্মৃতি প্রতিরূপের (memory-image) প্রায় অনুরূপ হয়। দ্বিতীয়টির সহিত শিল্পীয় মনোভাব, থাইরয়েড্ গ্রন্থির বৃদ্ধি, মানসিক উদ্দীপকের ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া—বিশেষত সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রে—পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটিতে মানসিক উদ্দীপক অপেক্ষা সাধারণ পারিবেশিক উদ্দীপকই সমধিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে।

উপরোক্ত দুইটি বিশুদ্ধ জাতিরূপের অতিরিক্ত কয়েকটি মিশ্রিত জাতিরূপও যেনেশ্ স্বীকার করিয়াছেন—বিটি, টিবি, টিই, বি-এইচ প্রভৃতি। ব্যক্তিত্বের এই জাতিরূপ বিভাগটি জটিল। সুতরাং ইহা উল্লিখিত হইল মাত্র।

(জ) ফ্রয়েড্‌- প্রবর্তিত জাতিরূপ

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের স্তরভেদগুলি ফ্রয়েড্‌-এর মতে এই—

সর্বপ্রথম শিশু সুখ অনুভব করে স্তনাপানে—মুখের উদ্দীপনা হইতে। এইটি শিশুর মানস যৌন বিকাশের **মুখ-কাম** (Oral-erotic) স্তর। এই মুখ-কাম অবস্থাটি প্রথমে থাকে **নিষ্ক্রিয়** (passive), কারণ ইহাতে শিশু ভোগ্যবস্তুকে তাহার মুখে রাখিয়া দিতে চায়। এই অবস্থায় শিশুর জীবন অনেকটা পরগাছার মত—সে নিষ্ক্রিয়, নির্ভরশীল এবং আশাদীপ্ত থাকে।

মানস-যৌন বিকাশের পরবর্তী অবস্থায় শিশুর নিষ্ক্রিয় মুখ-কামিতা **সক্রিয়** (active) হইয়া ওঠে। এই সক্রিয় মুখ-কাম অবস্থাকে ফ্রয়েড বলিয়াছেন **ধর্ষকাম** (Sadistic) মুখ-কাম স্তর। এই অবস্থায় শিশুর আক্রমণাত্মক ভাব প্রকাশ পায়—যেমন, স্তনবৃন্ত শুধু মুখে পুরিয়া না রাখিয়া সে হয়ত উহা কামড়াইয়া দেয় এবং মাতার প্রতি হিংসা বা বিদ্রূপাত্মক মনোভাব ও নৈরাশ্য পোষণ করে।

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের পরবর্তী স্তর হইল **পায়ু-কাম** (Anal-erotic) স্তর। এই স্তরে সুখের কেন্দ্র মুখ হইতে পায়ুতে বা গুহ্যে সরিয়া যায়। এই স্তরেরও দুইটি অবস্থা আছে। কিন্তু এইস্থলে প্রথমটি সক্রিয় বা **ধর্ষকাম** (Sadistic) এবং পরবর্তীটি নিষ্ক্রিয় বা **মর্ষকাম** (Masochistic)। প্রথমটিতে মলত্যাগ, গুহ্যের সঙ্কোচন, প্রসারণ প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে শিশুর সুখ জন্মে এবং দ্বিতীয়টিতে গুহ্য এবং মলই তাহার পক্ষে সুখজনক হইয়া দাঁড়ায়। মনের দিক দিয়া শিশু এই সময়ে বেয়াড়া, একগুঁয়ে, অভিমানী এবং সুবিধাবাদী হয়।

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের তৃতীয় স্তর হইল **উপস্থ-কাম** (Genital-erotic)। ইহার প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থার নাম যথাক্রমে **ফ্যাল্লিক** (Phallic) এবং **জেনিট্যাল্‌** (Genital)। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট এবং অগঠিত। ইহাতে শিশু ধারণা করে যে তাহার মত সকলেরই যৌন লিঙ্গ আছে। দ্বিতীয়টি মানস-যৌন বিকাশের স্বাভাবিক অবস্থা। ইহাতে লিঙ্গই যৌন সুখের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এই স্তরে শিশু সৃজনশীল, প্রতিযোজনশীল, নির্ভরযোগ্য এবং সহযোগিতাভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠে।

উপরোক্ত স্তরগুলি শিশুর মানস-যৌন বিকাশের অবস্থা হইলেও, উহাদের সহিত শিশুর বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে, ব্যাপক অর্থে ইহাদিগকে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ বলা যাইতে পারে।

(ঝ) এরিক্‌ ফ্রোম্‌ (Eric Fromm) প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ

এরিক্‌ ফ্রোম্‌ ব্যক্তিত্বের পাঁচটি শ্রেণীভেদ করিয়াছেন—যথা **গ্রহণক্ষম** (Receptive), **আদায়ক্ষম** (Exploitative), **সঞ্চয়ক্ষম** (Hoarding), **বিনিময়ক্ষম** (Marketing) এবং **সৃজনক্ষম** (Creative)। এই শ্রেণীগুলির সহিত যথাক্রমে ফ্রয়েড্‌-এর নিষ্ক্রিয় মুখকাম, ধর্ষমুখকাম, নিষ্ক্রিয় পায়ুকাম, ধর্ষ পায়ুকাম এবং উপস্থাকাম স্তরগুলির সঙ্গতি রহিয়াছে।

ব্যক্তিত্বের অন্যান্য জাতিরূপ

ব্যক্তিত্বের আরও নানারকম জাতিরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন ফ্রয়েড্‌ এর একটি শ্রেণীভেদ প্রসিদ্ধ—যথা **কামীয়** (Erotic), **আবেশজ** (Obsessional) এবং **স্বতঃকাম** (Narcissistic)। বলডুইন (Baldwin) ব্যক্তিত্বের ভেদ করিয়াছেন **সংবেদনজ** (Sensory)

এবং গতিজ বা চেষ্টীয় (Motor) শ্রেণীদ্বয়ে। র‍্যাঙ্ক (Rank) সাধারণ (Average), অপরাধী (criminal), শিল্পীয় (Artistic) এবং স্নায়বিক (Neurotic) এই চার শ্রেণীতে ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করিয়াছেন। রোসানফ (Rosanoff) ব্যক্তিত্বের ভেদ করিয়াছেন অসামাজিক (Antisocial), সাইক্লোথিমিক (Cyclothymic), শিল্পীয় (Artistic) এবং মৃগীয় (Epilepic) —এই চার শ্রেণীতে।

বাহুল্য বোধে এই গুলির ব্যাখ্যা করা হইল না।

৪। ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (Traits of Personality)

ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (Trait) বলিতে বুঝায় এমন কতকগুলি চিন্তা, অনুভূতি এবং ক্রিয়ার বৈশিষ্ট যাহার সাহায্যে একটি ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক করিয়া দেখানো যায়। চলিত ভাষায় এই বৈশিষ্টগুলিকে বিশেষণরূপে প্রকাশ করা হয়, যেমন, আশাবাদী, নৈরাশ্যবাদী, আয়াসী, পরিশ্রমী, বিষণ্ণ, প্রফুল্ল, উদার, সঙ্কীর্ণ প্রভৃতি। চলিত ভাষায় এই বিশেষণের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার বা তাহারও অধিক। সহজ ভাষায়, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ এমন বিশেষ গুণ বা ধর্ম যাহা এক ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক বলিয়া জানায়।

অ্যালপোর্ট, ক্যাটেল (Cattell), আইসেঙ্ক (Eyesenck) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব- মনোবিদেরা ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। এই অসংখ্য প্রলক্ষণগুলি স্বতন্ত্র বা পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়, কিন্তু ইহাদের কয়েকটি এক একটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত।

যেমন আশাবাদী—নৈরাশ্যবাদী, আয়াসী— পরিশ্রমী, সহিষ্ণু—অসহিষ্ণু প্রভৃতি লক্ষণগুলি জোড়বদ্ধ। অধিকন্তু, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলি গড় সম্ভাবনা রেখাচিত্র অনুসারে জনসংখ্যায় বন্টিত হয়। কোন জনসংখ্যায় বেশির ভাগ লোকই জোড়বদ্ধ গুণদ্বয়ের দুই চরম প্রান্তে না পড়িয়া, পড়ে দুই প্রান্তের কোন এক মধ্যবর্তী বা কেন্দ্রীয় স্থানে। যেমন বেশির ভাগ লোকই চূড়ান্তভাবে আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী হয় না, কিন্তু অবস্থাবিশেষে যেমন আশাবাদী তেমন নৈরাশ্যবাদী হয়। আবার বেশির ভাগ লোকই চূড়ান্তভাবে বিষণ্ণ বা প্রফুল্ল হয় না, কিন্তু এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী, অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে বিষণ্ণ এবং প্রফুল্ল হইয়া থাকে।

ক্যাটেল-প্রদর্শিত ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ

ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণের সামঞ্জস্য দেখাইতে গিয়া ক্যাটেল্ বাহ্য (Source) এবং মূল (Source) প্রলক্ষণের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত প্রলক্ষণগুলি ব্যক্তির ব্যবহার বা আচরণে সোজাসুজিভাবে দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রলক্ষণগুলি ব্যক্তির অন্তঃস্থলে থাকে। ইহারা সোজাসুজিভাবে আচরণে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু ভিতরে থাকিয়া ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথম লক্ষণগুলির মধ্যে প্রায়ই সামঞ্জস্য বা স্থায়িত্ব থাকে না অর্থাৎ উহারা প্রায়ই অসংবদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় এবং কখনও প্রকাশিত হয়, কখনও বা হয় না। যেমন, আত্মবিশ্বাস ব্যক্তির একটি গভীর বা কেন্দ্রীয় গুণ, যাহা চট করিয়া তাহার চালচলনে দেখা যায় না, অথচ যাহার উপর তাহার হাবভাব এবং চালচলন নির্ভর করে। এই ব্যক্তি ভিতর যে আত্মবিশ্বাস আছে, তাহা তাহার কাজে একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা প্রভৃতি বাহিরের গুণাবলীতে প্রকাশিত হয়।

ক্যাটেল্ ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা এইরূপ। প্রধান **বাহ্যগুণ** (Surface Traits) বারে শ্রেণীর।

প্রধান বাহ্যগুণ	বিপরীত
১। চরিত্রের চমৎকারিতা	নৈতিক ত্রুটি লাগিয়া না থাকা
(ক) সততা, পরার্থতা	অসাধুতা, অনির্ভরযোগ্যতা
(খ) একনিষ্ঠ চেষ্টা	কর্মত্যাগ, অসঙ্গতি
২। বাস্তববাদ, আবেগের গঠন	স্নায়বিক দৌর্বল্য, এড়াইয়া যাওয়া, ছেলেমানুষী
(ক) বাস্তববাদ, স্থায়িতা	" " পরিবর্তনশীলতা
(খ) ব্যবহারিক, সঙ্কল্প	জাগর স্বপ্ন, এড়াইবার যাইবার ভাব
(গ) স্নায়বিক দৌর্বল্য, আত্ম-প্রবঞ্চনা, অসংযত আবেগ	ইহাদের বিপরীত
(ঘ) ছেলেমানুষী, আদায়কারিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা	পরিণত আবেগ, ব্যর্থতা সহন
৩। সাম্যভাব, সরলতা, আশাবাদ	বিষাদ, অস্থিরতা
(ক) শান্তভাব, সামাজিক আকর্ষণ	অস্থিরতা, বিষণ্ণতা, একগুঁয়েমি
(খ) সাম্যভাব, সরলতা, খেলোয়াড়ীভাব	নৈরাশ্যবাদ, গোপনীয়তা, বাড়াবাড়ি
৪। বুদ্ধি, শিক্ষিত মন, স্বাতন্ত্র্য	বোকামি, নির্ভরযোগ্যতা, চিন্তা না করা
(ক) আবেগের পরিণতি, পরিষ্কার মন	ছেলেমানুষী, নির্ভরশীলতা
(খ) ভদ্রতা, শিষ্টতা, চিন্তাশীলতা	বহিবৃর্ততা, বোকামি, সঙ্কল্পের অভাব
(গ) সৃজনশীলতা, স্থিরসঙ্কল্প, বুদ্ধি	সঙ্কীর্ণ আকর্ষণ, অস্পষ্টতা
(ঘ) বুদ্ধি, প্রবেশ, সাধারণ ক্ষমতা	সাধারণ ক্ষমতার অভাব
৫। অহঙ্কার, আত্মপ্রচার, গোঁড়ামি	নম্রতা, আত্মবিলোপ, উপযোজন ক্ষমতা
৬। সাহস, স্বাতন্ত্র্য, কঠোরতা	ভীরুতা, বাধ, বেদনশীলতা
৭। সামাজিকতা	ভীরুতা, বিরোধিতা, বিষণ্ণতা
৮। সাধারণ, আবেগশীলতা, চড়া মেজাজ, অসমতা	সাম্যভাব, বিবেচকতা, গোপনীয়তা,
মুখ্য মূল লক্ষণ	**বিপরীত**
১। সহজগতি, প্রফুল্ল, সহৃদয় সদয়	অনমনীয়, উদাসীন, ভীরু, বিরোধী, লাজুক
২। বুদ্ধিমান, স্বতন্ত্র, স্থির	বোকা, চিন্তাশীল নয়, চপল
৩। স্থির আবেগ, বাস্তববাদী, দৃঢ়	চঞ্চল আবেগ
৪। প্রাধান্যপ্রিয়, উন্নতিশীল, আত্মপ্রচারক	অনুগত, আত্মবিলোপশীল

	মুখ্য মূল লক্ষণ	বিপরীত
৫।	সাম্যভাববিশিষ্ট, প্রফুল্ল, সামাজিক, বাচাল	বিষণ্ণ, অবসন্ন, নির্জনতাপ্রিয়, অস্থির
৬।	বেদনশীল, কোমল সহানুভূতিশীল	কঠিন, স্থির, সরল, আবেগহীন
৭।	শিক্ষিত ও শিষ্টমন, সৌন্দর্যপ্রিয়	অভদ্র, অশিষ্ট
৮।	বিবেকী, দায়িত্বশীল, কষ্টসহিষ্ণু	আবেগপূর্ণ, নির্ভরশীল, উত্তেজিত দায়িত্বহীন
৯।	সাহসী, নিরুদ্বেগ, সদয়	ব্যাহত, গোপনশীল, সাবধান আত্মমগ্ন
১০।	তেজোদৃপ্ত, উৎসাহী, স্থির, দ্রুত	অলস, শিথিল, জাগর স্বপ্নচারী
১১।	অত্যন্ত আবেগশীল, চড়া -মেজাজ, উত্তেজনাপ্রবণ	শ্লেষ্মাপ্রবণ, সহিষ্ণু
১২।	সহৃদয়, বিশ্বাসকারী	সন্দেহপূর্ণ, বিরোধী।

উপরে বলা হইয়াছে যে পরস্পরবিরোধী গুণ সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য হয় না, কারণ জনসংখ্যার অধিকাংশ লোকই উহাদের মধ্যবর্ত্তী গুণবিশিষ্ট হয়। কোন ব্যক্তিতে একটি গুণ সম্পূর্ণই থাকিবে অথবা একেবারেই থাকিবে না— যেমন কোন ব্যক্তি সর্বদা প্রফুল্ল অথবা সর্বদা বিষণ্ণ থাকিবে— এমন নয়। সুখী এবং দুঃখিত, এই দুই বিপরীত মনোভাবের মধ্যবর্তী অসংখ্য কম বেশি দুখী বা দুঃখিত মনোভাব থাকিতে পারে। ধরা হউক, সে সুখী ও দুঃখিত এই দুইটি গুণকে একই সরলরেখার বাম বা দক্ষিণ, এই দুই বিপরীত প্রান্তে বসানো হইল। এইবার বামপ্রান্তে সুখী অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিশপ্রান্তীয় দুঃখী অবস্থায় ক্রমশ অগ্রসর হইতে থাকিলে, সুখ কমিতে থাকে এবং সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ মধ্য বা কেন্দ্রীয় বিন্দু অতিক্রম করিবার পর দুঃখের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়া চরমে পৌঁছায়। আবার, দক্ষিণ প্রান্তের দুঃখী অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বামপ্রান্তীয় সুখী অবস্থায় ক্রমশ অগ্রসর হইতে থাকিলে, দুঃখ কমিতে থাকে এবং সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ মধ্য বা কেন্দ্রীয় বিন্দু অতিক্রম করিবার পর সুখের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চরমে পৌঁছায়।

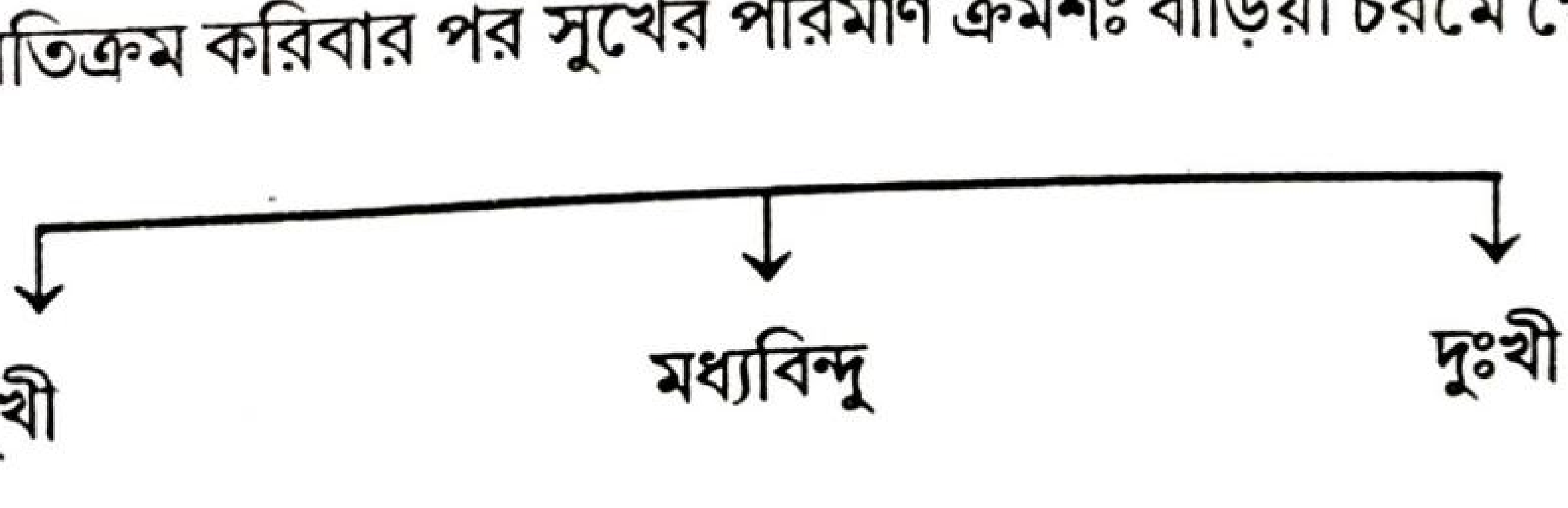

এইবার দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সুখী বা দুঃখী, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে আমরা উহাদিগকে সুখী এবং দুঃখী, এই চরম সীমায় না বসাইয়া, তাহাদের মধ্যে এই দুইটি গুণের অল্পাধিক্য অনুসারে তাহাদিগকে এই সরলরেখার যে-কোন স্থানে বসাইতে পারি। যে ব্যক্তিটি বেশি সুখী তাহাকে বামে এবং যে কম সুখী তাহাকে দক্ষিণে বসাইয়া একই গুণের দিক দিয়া উহাদের বর্ণনা করিতে পারি।

৫। ব্যক্তিত্বের মাত্রা
(Dimensions of Personality)

উপরোক্ত ভাবে বিরোধী দুইটি গুণকে ব্যক্তিত্বের ডাইমেনসন্স অথবা মাত্রা বলে। ব্যক্তিত্ব কিরূপ তাহা বুঝাইতে হইলে উহা বিশেষণ দিয়া বুঝাইতে হয়— যেমন উদার, সঙ্কীর্ণ, প্রফুল্ল বিষণ্ণ প্রভৃতি। ব্যক্তিত্ব বর্ণনায় দুটি বিপরীত গুণাত্মক মাত্রার পরিমাণ অনুসারে উহাকে উপরোক্ত প্রকারের একটি কল্পিত সরলরেখার কোন চিহ্নিত স্থানে বসাইতে হয়। এই সরলরেখাটিকে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের **অংশিত মানক** (Graduated Scale) বলা হয়। ইহাতে একটি মাত্রা বা ডাইমেনসন -এর একটি প্রলক্ষণ উচ্চতম পরিমাণ হইতে আরম্ভ হয এবং ক্রমশঃ কমিতে থাকে। এইরূপে প্রলক্ষণটি ঐ অংশিত মানকের মধ্যবিন্দু অতিক্রম করিয়া বিপরীত প্রলক্ষণে রূপান্তরিত হয়। আবার বিপরীত প্রলক্ষণটি ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে শেষপ্রান্তে চরমসীমায় পৌঁছায়।

ধরা যাউক যে অভীক্ষিত জনসংখ্যার মধ্যে রামই সর্বাপেক্ষা প্রফুল্ল প্রকৃতির, যদু রাম অপেক্ষা কম, হরি যদু অপেক্ষাও কম প্রফুল্ল। রাম, যদু এবং হরির উপরোক্ত ক্রমিক প্রলক্ষণ ভেদ বুঝাইতে হইলে রামকে বসাইতে হইবে প্রফুল্ল-বিষণ্ণ মাত্রার এই অংশিত মানকের বাম প্রান্তে, যদুকে ঠিক রামের পরেই এবং হরিকে ঠিক যদুর পরেই— এইরূপ ক্রমে।

তাহা হইলে, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ বা মাত্রা বর্ণনায় ব্যক্তিকে ঐ মাত্রার অংশিত মানকে ফেলিয়া বর্ণনা করিতে হয়। সাধারণ স্কেল্ বা মানকে যেমন সেন্টিমিটার বা ইঞ্চির পরিমাণ চিহ্নিত থাকে, প্রলক্ষণ বা মাত্রা পরিমাপের মানককেও ঐ গুণের পরিমাণ অনুসারে চিহ্নিত করা যায়।

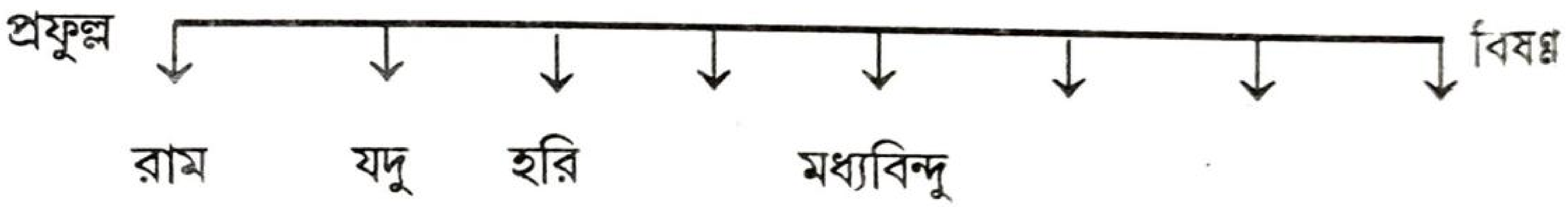

প্রলক্ষণ ও মাত্রা

উপরের আলোচনায় মনে হইতে পারে যে প্রলক্ষণ এবং মাত্রার মধ্যে কোন ভেদ বা পার্থক্য নাই। প্রলক্ষণ বলিতে ব্যক্তিত্বের গুণ বুঝায়। প্রত্যেকটি গুণ উহার বিপরীত গুণের সহিত জড়িত থাকে এবং উহারা দুইটি মিলিত হইয়া এক একটি একক গঠন করে। দুইটি বিপরীত গুণের একককেই সাধারণত মাত্রা বলা হইয়া থাকে। আবার কোন গুণই উহার বিপরীত গুণটিকে বাদ দিয়া সার্থক হইতে পারে না। এই দিক দিয়া দেখিলে দুইটি বিপরীত গুণের একককে প্রলক্ষণ বা ট্রেইট বলা হয়।

অধিকাংশ মনোবিদ্ মাত্রা এবং প্রলক্ষণের মধ্যে ভেদ করেন নাই। কিন্তু কেহ কেহ, যেমন আইসেঙ্ক, উহাদের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আইসেঙ্ক-এর (Eyesenck) ব্যক্তিত্ব মাত্রা

আইসেঙ্ক-এর মতে ব্যক্তিত্বের মাত্রা হইল উহার গঠনে প্রলক্ষণগুলির উন্নত শৃঙ্খলা বা সংগঠন। তিনি মনে করেন যে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপের সহিত উহার মাত্রার কোন বিরোধ নাই।

আইসেঙ্ক-এর মতে ব্যক্তিত্ব তিনটি মৌলিক মাত্রা লইয়া গঠিত। যথা (১) **অন্তর্বৃত বহির্বৃত** (Introversion-Extroversion), (২) **স্নায়বিকতা** (Neuroticism), এবং (৩) **বাতুলতা**

(Psychoticism)। সকল ব্যক্তিত্বেই এই তিনটি মাত্রা কম বেশি পরিমাণে বর্তমান থাকে। কাজেই স্বভাবী এবং অস্বভাবী ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন প্রকারগত বা জাতিগত পার্থক্য নাই। উহাদের পার্থক্য পরিমাণগত।

এই সাধারণ মাত্রা তিনটি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ মাত্রা থাকিতে পারে, যেমন সরলতা— কুটিলতা, কঠোরচিত্ততা— কোমলচিত্ততা এবং রক্ষণশীলতা— প্রগতিশীলতা প্রভৃতি।

৬। ব্যক্তিত্বের পরিমাপ
(Measurement of Personality)

(১) মূল্য-মানক অভীক্ষা (Rating Scale Test)

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের অনেকগুলি পদ্ধতি আছে। মাত্রা ও প্রলক্ষণের অংশিত মানক সাহায্যে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের কথা পূর্বের দুইটি অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। এই অংশিত মানককে ব্যক্তিত্বের মূল্যমানক (Rating Scale) বলা হইয়া থাকে। যেমন কতকগুলি ব্যক্তিত্বকে আয়াসী-পরিশ্রমী মাত্রা অনুসারে এই মাত্রামানকে চিহ্নিত বিভিন্ন পরিমাণে পরিমাপ করা যাইতে পারে।

	চরম আয়াসী	বেশ আয়াসী	মোটের উপর আয়াসী	মাঝামাঝি অর্থাৎ আয়াসীও নয় পরিশ্রমীও নয়	মোটের উপর পরিশ্রমী	বেশ পরিশ্রমী	চরম পরিশ্রমী
রাম	....	....	....	×	....	....	....
শ্যাম	....	×	....	....	....	....	....
যদু	×	....	....	....	....	....	....
মধু	....	....	....	×	....	....	....
হরি	....	....	....	....	....	....	×
রবি	....	....	×	....	....	....	....
শশী	....	....	....	....	×	....	....
তারা	....	....	....	....	....	×	....

উপরের মূল্যমানকে সাতটি বিন্দু বা চিহ্ন আছে। কিন্তু গুণের পরিমাপ পার্থক্য অনুসারে মানকে তিনটি, পাঁচটি, এমন কি সাতটি অপেক্ষা বেশি চিহ্ন বা বিন্দুও থাকিতে পারে। রাম, শ্যাম প্রভৃতি আটজন ব্যক্তির অভীক্ষায় দেখা যাইতেছে যে উহাদের মধ্যে দুইজন আয়াসী-পরিশ্রমী মাত্রার মধ্য-বিন্দুতে এবং এক একজন করিয়া প্রত্যেকটি বিন্দুতে স্থান পাইয়াছে।

(২) কারণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Factor Analysis)

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের আর একটি পদ্ধতি হইল ব্যক্তিত্বের **কারণ বিশ্লেষণ**। ব্যক্তিত্বের অভীক্ষায় যে ফলগুলি পাওয়া যায় পরিসংখ্যান সাহায্যে তাহার বিশ্লেষণ করাই এই পদ্ধতির কাজ। ব্যক্তিত্বের একটি কারণ বা গুণের সহিত অপরটির পারম্পর্য (Correlain) করিয়া উহাদের সদর্থক (positive) অথবা নঞর্থক (negative) সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। যেমন, যে ব্যক্তি উদার সে স্বভাবত সহিষ্ণু

হইবে, অর্থাৎ উদারতা এবং সহিষ্ণুতার সহিত সদর্থক পারম্পর্য (Positve Correlation) আছে। আবার যে ব্যক্তি উদার সে সাধারণতঃ অসহিষ্ণু হয় না, অর্থাৎ উদারতা এবং অসহিষ্ণুতার সহিত নঞর্থক পারম্পর্য (Negative Correlation) আছে। প্রথম প্রকারের পারম্পর্যকে যোগচিহ্ন (+) এবং দ্বিতীয় প্রকারের পারম্পর্যকে বিয়োগ চিহ্ন (-) দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

(৩) পেনসিল-কাগজ সাহায্যে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ (Pencil and Paper Test)

একটি পেন্সিল ও কাগজের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের সহজ পরিমাপ করা যাইতে পারে।

(ক) প্রশ্নাবলী (Questionnaire) পদ্ধতি — একই সঙ্গে অনেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার জন্য উহাদিগকে কাগজে ছাপানো প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে 'হাঁ' বা 'না' লেখা থাকে। পাত্র পেন্সিল দিয়া এই দুইটি উত্তরের একটি কাটিয়া অপরটি রাখে। প্রশ্নগুলি এমনভাবে নির্বাচিত হয় যে উহাদের উত্তর হইতে ব্যক্তিত্বের নির্দেশ বা সূচনা পাওয়া যাইতে পারে। আপনার কি সব কাজই তাড়াতাড়ি করিবার অভ্যাস?

আপনি কি যথাসময়ে কর্মস্থলে পৌঁছান?	হাঁ—না
আপনার কি মনে হয় যে সময় কোথা দিয়া চলিয়া যাইতেছে?	হাঁ—না
আপনার কি সুনিদ্রা হয়?	হাঁ—না
আপনার কি সর্বদা ক্লান্তি বোধ হয়?	হাঁ—না
আপনি কি গোলমাল সহ্য করিতে পারেন?	হাঁ--না
আপনার কি একা থাকিতে ভাল লাগে?	হাঁ—না
আপনি কি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন?	হাঁ—না

এই প্রশ্নাবলীর উত্তরে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে। যেমন, স্নায়বিক বা নিউরটিক ব্যক্তি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' এবং চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে 'না' লিখিবে। পক্ষান্তরে সুস্থ স্নায়ুবিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রশ্নগুলির উত্তরে বিপরীত ভাবে 'না' এবং 'হাঁ' লিখিবে। কিন্তু প্রশ্নাবলী পদ্ধতির দোষ এই যে ইহাতে 'হাঁ' এবং 'না' -এর মধ্যবর্তী উত্তর দেওয়া যায় না, অথচ অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই মধ্যবর্তী উত্তর দেওয়া স্বাভাবিক।

প্রশ্নাবলী নানাভাবে নির্বাচিত হইয়াছে। ফলে প্রশ্নাবলী পদ্ধতির প্রকারভেদের অন্ত নাই। যেমন, মিনেসোটা মালটিফেজিক প্যার্সন্যালিটি ইনভেন্টরি (Minnesotta Multiphasic Personality Inventory) ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গুণ নির্ণয়ের জন্য নির্মিত হইয়াছে। এই প্রশ্নাবলীর সাহায্যে স্বভাবী এবং অস্বভাবী এই উভয় ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করা হয়। আবার আলপোর্ট -ভেরনন্ মানক (Allport Vernon Scale) সাহায্যে ব্যক্তিত্বের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সৌন্দর্যসম্বন্ধীয় মূল্যবোধ (Scale of Value)পরিমাপের চেষ্টা হইয়াছে। অধিকন্তু ক্যাটেল লুবরস্কি পরীক্ষায় (Cattell-Luborsky Test) প্রশ্নাবলীর সাহায্যে ব্যক্তির রসবোধ যাচাই করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব পরিমাপের চেষ্টা করা হয়।

(খ) পরিস্থিতিমূলক পরীক্ষা (Situational Test)

প্রশ্নাবলীর 'হাঁ' বা 'না' উত্তরের সাহায্যে পরিমাপে ব্যক্তির পুরাপুরি পরীক্ষা হয় না। ব্যক্তি কিরূপে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় অথবা কিরূপ আচরণ করে, তাহা দেখিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা অধিক সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি পরিস্থিতিমূলক পরীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

যেমন, শিশুদের সততা পরীক্ষা করিবার জন্য উহাদিগকে এমন অবস্থায় ফেলা হয়, যাহাতে উহারা অভীক্ষকের চোখে ধূলা দিয়া তাহাকে প্রতারিত করিতে পারে। একটি অভীক্ষায় হয়ত সাজাইয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিবার জন্য শিশুকে অনেকগুলি মুদ্রা দেওয়া হইল। তারপর অভীক্ষক দেখিলেন শিশু কোন মুদ্রাগুলি রাখিয়া গিয়াছে এবং কোনগুলি চুরি করিয়াছে। এই জাতীয় অভীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে সততা একটি গুণ নয়, কারণ যে শিশু একটি পরিস্থিতিতে সততা দেখায় সেই হয়ত অন্য পরিস্থিতিতে সততা না দেখাইতে পারে।

(৪) প্রায়োগিক পরিমাপ (Expermental)

ব্যক্তিত্বের মাপনায় মনোবিদরা প্রায়ই প্রয়োগপদ্ধতির সাহায্য লইয়া থাকেন। যেমন একটি প্রয়োগে পরীক্ষা করা হইল, কলেজের ছাত্রদের প্রত্যক্ষ (percepetion) কিরূপে তাহাদের আকর্ষণের (Interest) দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রথমে এই ছাত্রদের সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় এবং এই আকর্ষণগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দ নির্বাচন করা হইল। আর্থনীতিক আকর্ষণ পরিমাপের জন্য 'মূল্য', 'ডলার' প্রভৃতি শব্দ এবং ধর্মীয় আকর্ষণ পরিমাপের জন্য 'প্রার্থনা', 'ঈশ্বর' প্রভৃতি শব্দ উহাদিগকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইল এই শব্দগুলি কি। দেখা গেল যে আকর্ষণ বা উহার অভাব অনুসারে শব্দগুলি চিনিতে উহাদের কম বা বেশি সময় লাগে। এইরূপে প্রমাণিত হয় যে কোন বিষয়ে আকর্ষণ থাকিলে, ঐ বিষয়ের শব্দ প্রত্যভিজ্ঞান (sound recognition) হইয়া থাকে।

(৫) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (Personal Interview)

উল্লিখিত সকল ব্যক্তিত্ব পরিমাপগুলিই বাহ্যিক বা বিষয়গত (Objective)। কিন্তু বাহ্যিক পরীক্ষায় ব্যক্তিত্বের সকল গুণ ধরা পড়ে না। ব্যক্তিত্বের একান্ত নিজস্বতা বা স্বাতন্ত্র্যকে প্রায়ই বাহির হইতে বুঝিতে পারা অসম্ভব। বাহ্যিক পদ্ধতির এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য সাক্ষাৎকার (Interview) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ব্যক্তির অনুভূতি বা মনোভাব তাহার সহিত সাক্ষাৎকার কালে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায়। ব্যক্তি কোন বিষয়ে কিভাবে কথা বলে, কোন বিষয়ে কথা বলিতে গিয়া কিভাবে তাহার কণ্ঠস্বর নরম অথবা কঠিন হইয়া পড়ে, অথবা সে উচ্ছ্বসিত হয় বা দমিয়া যায় — ব্যক্তিত্বের এই জাতীয় গুণগুলি সাক্ষাৎকারে ধরিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে সকল ব্যক্তিই সাক্ষাৎকালকালে আপনার যথার্থ পরিচয় দিতে পারে না। অনেকেই এই সময়ে আড়ষ্ট বোধ করে, আবার অনেকেই হয়ত এই সময়ে আপনাকে জাহির করিবার সুযোগ সন্ধান করে। এই জাতীয় অসুবিধা দূর করিতে হইলে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর পরীক্ষকের বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার, যাহাতে পাত্রের আড়ষ্টতা দূর করিয়া তাহার মনে আত্মীয়ভাব জাগানো যাইতে পারে এবং যাহারা আত্মজাহির করে, তাহারা অধিক সুবিধা না পায়।

(৬) বিক্ষেপণ বা প্রতিফল অভীক্ষা (Projective Test)

বিক্ষেপন বা প্রতিফলন (Projective) পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইল পাত্রকে না বুঝিতে দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের গুণ বা প্রকাশ পরীক্ষা করা। পাত্রকে একটি অস্পষ্ট কাজ সম্বন্ধে কিছু করিতে বলা হয় এবং কি করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া হয়ত ঐ কাজে সে নিজ ব্যক্তিত্ব বিক্ষেপণ বা প্রকাশ করিয়া বসে।

বিক্ষেপণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে রর্‌সাক্ অভীক্ষা (Rerschach Test) এবং কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষাই প্রধান।

(ক) রর্‌সাক্ অভীক্ষাকে 'কালির ছাপ অভীক্ষা' (Ink-Blot Test) বলা হয়। বিভিন্ন রকমের দশটি কালির ছাপ সাহায্যে রর্‌সাক্ ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। এই ছাপগুলির মধ্যে পাঁচটির রং কালো এবং ধূসর, দুইটির কালো এবং লাল এবং বাকী তিনটির সম্পূর্ণ রঙীন। পাত্রকে এক একটি করিয়া কালির ছাপ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, এইটি কি হইতে পারে, অথবা ইহা দেখিয়া পাত্রের কি মনে হয়।

এই পরীক্ষায় (১) কালির ছাপের সমগ্র বা কোন অংশ পাত্রের প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে কিনা, (২) ছাপের কালো ছায়া, রং, আকার অথবা 'গতি' তাহার প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করিয়াছে কিনা, (৩) প্রতিক্রিয়াকালে পাত্র কালির ছাপে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, উহাদের অবয়ব অথবা অন্য কোন বস্তু দেখিয়াছে কিনা, তাহা নির্ণয় করা যায়। সমগ্র ছাপের উপর প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্ম চিন্তা বা তত্ত্বজ্ঞান (abstract or metaphysical thinking) প্রবণতার পরিচায়ক। আবার অংশের উপর প্রতিক্রিয়া অনুকর্ষী বায়ুর (Compulsion neurosis) প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, গতি দর্শন অন্তর্বৃতি (Introversion) এবং পশুর আকৃতি দর্শন চিন্তার সঙ্কীর্ণতা সূচিত করে। তৃতীয়ত, রং-এর উপর অধিক প্রতিক্রিয়া পাত্রের আবেগশীলতা প্রকাশ করে। রং ও আকার এই উভয়ের উপর প্রতিক্রিয়া হইলে বুঝিতে হয় পাত্রের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল আবেগ প্রকাশ।

(খ) কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা (Thematic Appreception Test -Tat)

মারে (Murray) এভং মর্গ্যান্ (Morgan) উদ্ভাবিত কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা অথবা সংক্ষেপে ট্যাট পদ্ধতি বলিতে কতকগুলি ছবির ব্যাখ্যা বুঝায়। ঐ ছবিগুলি যে সব কাহিনী তুলিয়া ধরে সেইগুলি অস্পষ্ট। সুতরাং ইহাদের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পাত্র তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে।

পাত্রকে একটি ছবি দেখাইয়া, ছবিটিতে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্বন্ধে একটি কাহিনী রচনা করিতে বলা হয়। কি করিয়া ঘটনাটি ঘাটল অথবা ঘটনাটির ফল কি দাঁড়াবে, কাহিনী রচনায় পাত্রকে এই সকল সমস্যার সমাধান করিতেও অনুরোধ করা হয়। দেখা যায় যে ছবিতে বর্ণিত কোন না কোন চরিত্রের সহিত পাত্র নিজেকে একাত্ম করিয়া ফেলে এবং তাহার কাহিনী প্রায়ই আত্মজীবনী হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে পাত্রের এমন অনেক অনুভূতি, আবেগ, প্রেরণা প্রভৃতি প্রকাশ পায়, যাহা তাহার পক্ষে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

(গ) শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (Word-association Test)

পাত্রকে পর পর কতকগুলি ব্যক্তিত্বসূচক শব্দ বলা বা দেখানো হয়। শব্দ শুনিয়া বা দেখিয়া তাহার যে শব্দটি মনে হয়, পাত্র সেই শব্দটি বলে বা লেখে। কোন কোন শব্দের প্রতিক্রিয়া-শব্দ

হয়ত অনতিবিলম্বে এবং কোন কোনটির প্রতিক্রিয়া বিলম্বে ঘটে। প্রতিক্রিয়া-শব্দের প্রকৃতি এবং সময় অনুসারে পাত্রের নির্জ্ঞান মনে গুঢ়েষা (Complex) এবং অবদমিত ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষার ভিত্তিতে য়ুঙ্গ অন্তর্বৃত, বহির্বৃত এবং উভয়বৃত প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

৭।একান্তর ব্যক্তিত্ব (Alternate Personality)

স্বাভাবিক জীবনে নানা মানসক্রিয়ার মধ্যেও ব্যক্তিত্ব একটি অখণ্ড চেতনারূপে কাজ করে। ব্যক্তিত্বের বিচিত্র এবং বিভিন্ন প্রকাশগুলি একই ব্যক্তির বলিয়া অনুভূত না হইলে, স্বাভাবিক জীবন ক্ষুণ্ণ হয়। নানা প্রকাশের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব এক এবং অখণ্ড বোধরূপে ক্রিয়াশীল থাকে, কিন্তু নানা খণ্ডে বা টুকরায় পরস্পরবিচিছন্ন সত্তার আকার ধারণ করে না। যে ব্যক্তি ছাত্রের শিক্ষক আবার সেই ব্যক্তিই শিক্ষকের ছাত্র। বহুরূপে কাজ করিয়াও স্বাভাবিক জীবনে ব্যক্তিত্ব এক এবং অখণ্ড থাকে।

স্বভাবী জীবনে ব্যক্তিত্বের একান্তরতা

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব অখণ্ড এবং এক বলিয়া মনে হইলেও, একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে, স্বাভাবিক জীবনেও ব্যক্তিত্বের এমন অংশ থাকিতে পারে, যাহা বাকী ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন। যে ব্যক্তি স্বভাবত অত্যন্ত মৃদু, ধীর, স্থির এবং সহিষ্ণু, সে ব্যক্তিই হয়ত ক্রোধান্ধ অবস্থায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য এবং বেসামাল হইয়া পড়ে। হয়ত এই ব্যক্তিই এইরূপ অবস্থায় ঘরের আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া, নিজকে অথবা অপরকে কামড়াইয়া, আঁচড়াইয়া, চুল ছিড়িয়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটায়। ক্রোধের এই অগ্নিশর্মা মূর্তি ঐ ব্যক্তিরই আর একটি ব্যক্তিত্ব, যাহা তাহার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব-চেতনা হইতে বিচ্ছিন্ন এবং যাহার উপর তাহার কোন ক্ষমতাই খাটে না। একদিকে স্বাভাবিক, সৌম্য, শান্ত এবং সংযত মূর্তি, অপরদিকে অস্বাভাবিক, অস্থির, উচ্ছৃঙ্খল এবং উগ্র মূর্তি— একই ব্যক্তির দুইটি মূর্তি। এই দুইটি মূর্তি একান্তর ভাবে — অর্থাৎ একটির পর অপরটি— আত্মপ্রকাশ করে। যখন একটি ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়, তখন অপরটি নিষ্ক্রিয় থাকে।

অস্বভাবী মানসজীবনই একান্তর ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের বিশেষ ক্ষেত্র। যেমন স্বপ্নচারিতায় (Somnambulism) একান্তর ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়। এইস্থলে **লেডি ম্যাকবের্থ**-এর নিদ্রিত অবস্থা হইতে উঠিয়া স্বপ্নচালিতের মত ডানকান-এর রক্তে লিপ্ত (কল্পিত ভাবে) রুমাল হইতে অশুভ রক্ত চিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা প্রসিদ্ধ। আবার **পি. জ্যানে** (P Janet) বর্ণিত **আইরিন্** এর (Irene) দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত করা যায়। আইরিন্ তাহার রুগ্ন মায়ের প্রাণপণ সেবা করিয়াছিল। তাহার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মায়ের মৃত্যুতে সে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিল। ফলে মায়ের মৃত্যুদৃশ্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মধ্যে একটি স্বপ্নাচারী ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিল। আইরিন্ হয়ত সেলাইয়ে বা কথাবার্তায় মগ্ন আছে, এমন সময় হঠাৎ সে তাহার কাজ বন্ধ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত মায়ের মৃত্যুদৃশ্যের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অভিনয় করিতে লাগিল। এই আচরণ যেমন হঠাৎ দেখা দিত, তেমনই হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইত এবং আইরিন্ও তাহার সেলাই বা কথাবার্তায় এমনভাবে ফিরিয়া আসিত, যেন কিছুই ঘটে নাই। স্বপ্নাবিষ্ট ভাবে সে যাহা করিত, তাহার কিছু কিছু মনে থাকিলেও,

মায়ের মৃত্যুদৃশ্যকে কেন্দ্র করিয়া সে যাহা করিত, জাগ্রত বা স্বাভাবিক অবস্থায় সে তাহার কিছুই মনে করিতে পারিত না। সুতরাং আইরিন্-এর এই দুই প্রকার পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব একান্তর— **অর্থাৎ উহারা একই সঙ্গে আবির্ভূত না হইয়া একটির পর অপরটি প্রকাশ পাইত।**

ডঃ অ্যাজাম্ এর **ফেলিডা** (Felida) একান্তর ব্যক্তিত্বের একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। চৌদ্দ বছর বয়সে ফেলিডা একটি নূতন জীবন অধ্যায় আরম্ভ করিল। ফলে তাহার পুরাতন ও নূতন ব্যক্তিত্বের একান্তরতা দেখা গেল। নূতন ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে তাহার পুরাতন ব্যক্তিত্বের কথা ফেলিডা মনে করিতে পারিত, কিন্তু পুরাতন ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে সে তাহার নূতন ব্যক্তিত্বের সকল ঘটনা ভুলিয়া যাইত। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার নূতন ও পুরাতন ব্যক্তিত্বের এই একান্তরতা চলিল। কিন্তু তাহার পর ফেলিডার নূতন ব্যক্তিত্বই পুরাতন ব্যক্তিত্বের উপর প্রাধান্য লাভ করিল। অবশ্য এই সময়েও হয়ত ফেলিডা হঠাৎ তাহার পুরাতন ব্যক্তিত্বে ফিরিয়া যাইত এবং নূতন ব্যক্তিত্বের সকল ঘটনা বিস্মৃত হইত।

আবার মর্টন প্রিন্স্ বর্ণিত **স্যালি ব্যুক্যাম্প্** (Sallg Beauchamp) কাহিনীও একান্তর ব্যক্তিত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ব্যুক্যাম্প্ একটি স্বভাবত ধর্মভীরু ও নিঃস্বার্থ যুবতী। কিন্তু মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য সে দুষ্টপ্রকৃতি হইয়া উঠিত। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটি প্রথমটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইত। আবার চিকিৎসাকালে তাহার মধ্যে একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। এই ব্যক্তিত্বটি কিন্তু স্বার্থপর এবং উৎপীড়নকারী। এইরূপে ব্যুক্যাম্প-এর মধ্যে বহু ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হইল।

ডব্লু. এফ্. প্রিন্স উদ্ধৃত **ডোরিস্**-এর দৃষ্টান্তেও একান্তর ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। শিশু ডোরিস্কে (Doris) তাহার মাতাল পিতা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত হইতে ডোরিস্ নিতান্ত শান্ত প্রকৃতির হইয়া গেল। তাহার মধ্যে দুইটি একান্তর ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। একটির নাম মার্গারেট্ এবং অপরটির নাম ঘুমন্ত মার্গারেট্ (Sleeping Margaret)। প্রথমটি দুষ্ট, বেয়াড়া এবং দ্বিতীয়টি শান্ত ধীর এবং পরিপক্ক। সতেরো বৎসর বয়সে তাহার মায়ের মৃত্যুর পর ডোরিস্-এর মধ্যে একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হইল—ইহার নাম রুগ্ন ডোরিস্ (Sick Doris)। ডোরিস্ এর যথার্থ ব্যক্তিত্ব ইহার সহিত একান্তরভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরূপে ডোরিস্-এর ব্যক্তিত্ব রুগ্ন ডোরিস্, যথার্থ ডোরিস্, মার্গারেট্ এবং ঘুমন্ত মার্গারেট্ এই চারটি ব্যক্তিত্বের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল।

জ্যানে বর্ণিত **লিওনি** (Leonie) একান্তর ব্যক্তিত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। লিওনি স্বভাবত একটি বোকা, বিষণ্ণ এবং ভীরু শিশু ছিল। মাঝে মাঝে তাহার মূর্ছাবেশ হইত। পরে বার বার সংবিষ্ট (hypnotised) হওয়ার ফলে, তাহার মধ্যে লিওন্টাইন্ (Leontine) নামে একটি দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। প্রথম লিওনি শান্ত, বিষণ্ণ, ধীর, নম্র এবং ভীরু ছিল, আবার দ্বিতীয় লিওনি, অর্থাৎ লিওন্টাইন্ ছিল তেমনই অশান্ত, হাসিখুশী, বাচাল, পরিহাসপ্রিয় এবং সাহসী। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে সে প্রথম লিওনিকে তাহার নিজ ব্যক্তিত্ব বলিয়া অস্বীকার করিত। কিছুকাল পরে গভীরতর সংবেশনের (deeper hypnotism) ফলে তাহার মধ্যে লিওনোর নামে গম্ভীর, মৃদুভাষী এবং মন্দগতিবিশিষ্ট একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইল। তৃতীয়

লিওনি প্রথম এবং দ্বিতীয় লিওনিকে চিনিত এবং উহাদিগকে ছোট এবং হীন বলিয়া মনে করিত।

বহু-ব্যক্তিত্ব (Multiple Personality)

উপরে প্রদর্শিত একান্তর ব্যক্তিত্বগুলি বহু-ব্যক্তিত্বও বটে। লেডি ম্যাকবেথ, আইরিন্, ফেলিডা, স্যালি ব্যুকাম্প, ডোরিস্, লিওনি— সকলের মধ্যেই একাধিক ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল।

তবে বহু-ব্যক্তিত্ব এবং একান্তর -ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। বহু-ব্যক্তিত্ব একান্তর নাও হইতে পারে। বহু ব্যক্তিত্বে অনেকগুলি ব্যক্তিত্ব একান্তরভাবে অথবা একটির পর আর একটি আবির্ভূত না হইয়া একই সঙ্গে আবির্ভূত এবং সক্রিয় হইতে পারে। সহজ্ঞ ব্যক্তিত্ব এইরূপ বহু-ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত। সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব বহু-ব্যক্তিত্ব হইলেও একান্তর ব্যক্তিত্ব নয়।

সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব (Co-conscious Personality)

মর্টন্ প্রিন্স্ সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। **একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিত্ব পরপর বা একটির পর আর একটি ক্রিয়া করিলে, অথবা একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, যে বহু-ব্যক্তিত্ব দেখা দেয়, তাহাকে একান্তর-ব্যক্তিত্ব বলে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বগুলি যদি পাশাপাশি অথবা একসঙ্গে এবং চেতনভাবে কাজ করে, তাহার হইলে এই ব্যক্তিত্বগুলিকে বহু সহজ্ঞ বা সচেতন ব্যক্তিত্ব বলে।** স্বাভাবিক জীবনে এইরূপ বহু সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া দেখা যায়। যেমন, কাহারও সহিত কথা বলিতে বলিতে একটি তালা খুলিবার চেষ্টাও চলিতেছে। এই ক্ষেত্রে তালা খুলিতে যে চেতনা কাজ করিতেছে, তাহা কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় চেতনা হইতে পৃথক। অথচ উভয় ব্যক্তিত্বই চেতনভাবে কাজ করিতেছে, যদিও একটির চেতনা অপরটির তুলনায় স্পষ্ট বা অস্পষ্ট হইতে পারে।

অস্বভাবী জীবনে সক্রিয়-ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ বাহুল্যবোধে বর্জিত হইল।